ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 June 2019 ■ আগরতলা, ৩ জুন, ২০১৯ ইং ■ ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আমবাসায় নিহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল এক যুবকের। তার নাম অগাস্টিন দেবরা। বয়স আনুমানিক ত্রিশ। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে ধলাই জেলার আমবাসা থানার অধীন কমলাছড়া এলাকায় শনিবার রাতে।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে লাইন সংস্কার করতে নিজেই উঠে পড়ে ওই যুবক। খুঁটিতে উঠে লাইন সংস্কার করার সময় আচমকা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবাহী তারের সাথে সংস্পর্শে চলে যায়। তাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় সে। পরে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা ওই যুবকের মৃতদেহ নিয়ে সোজা চলে যায় আমবাসা থানায়। তারা বিক্ষোভ দেখায় থানায়। পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়েছে, ওই যুবক নিজেই বিপজ্জনক জায়গায় চলে গিয়েছে। তারপরও বিষয়টি নিয়ে যদি কোন কথা বলার থাকে তাহলে তারা যেন বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে গিয়ে কথা বলে। পুলিশের তরফ থেকে এই পরামর্শ পেয়ে নিহত যুবকের পরিবারের লোকজন এদিন সকালে নিগমের অফিসে গিয়ে সিনিয়র ম্যানেজারের সাথে কথা বলে আর্থিক সহায়তা দাবী করেছেন। নিগমের তরফ থেকেও একই কথা বলা হয়েছে, কেন ওই যুবক নিজে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠেছে। এই ব্যাপারে জনগণকে সচেতন হতে তিনি আবেদন জানান। সিনিয়র ম্যানেজারের বক্তব্য যদি কোন ধরনের গোলযোগ দেখা দেয় তাহলে যাতে অবিলম্বে বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করেন।

নিম্নমানের দুই শতাধিক ট্রান্সফরমার বিকল
ঝড় বৃষ্টিতে রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা মুখ থুবরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। রাজ্যে সাম্প্রতিক ঝড় বৃষ্টিতে প্রায় দুই শতাধিক বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে গিয়েছে। তাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে, বহু এলাকায় এখনও বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়নি। তবে নিগমের কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে, ঝড় বৃষ্টিতে ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে যাওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি এদিন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় জানান, পূর্বতন বাম সরকারের কৃতকর্মের জন্য এই দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন রাজ্যের বিদ্যুৎ ভোক্তারা। তাঁর অভিযোগ নিম্নমানের ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয়েছিল। আর তার জন্যই এই সব ট্রান্সফরমার সামান্য বৃষ্টি ও ঝড়ে বিকল হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে, বিকল হওয়া নিম্নমানের ট্রান্সফরমার ব্যবহারের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মন। তিনি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারীকদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে পূর্বতন সরকারের আমলে যেসব নিম্নমানের ট্রান্সফরমার সরবরাহ করা হয়েছে এবং ব্যবহার করা হয়েছে তা তদন্ত করে দেখার জন্য। শুধু তাই নয় নিম্নমানের ট্রান্সফরামের দরুন বিভিন্ন এলাকায় লো ভল্টেজের সমস্যাও হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। এইসব বিষয়গুলিকে খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মন।

এদিন, মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক ঝড় বৃষ্টিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর এই সব এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশাসনের আধিকারীকরা। সেই সাথে বিধায়ক সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। তিনি বলেন, প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ শুরু হয়েছে। জেলা শাসক, মহকুমা শাসকরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, পূর্বতন সরকারের জমনায় বন্যায় দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে দায়সারা মনোভাব পোষণ করতো। কিন্তু, বর্তমান সরকার অত্যন্ত তৎপরতার সাথে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত কদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ভারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এতে বহু বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়েছে। বহু বিদ্যুতের খুঁটি ভূপাতিত হয়েছে। দক্ষিণ জেলা, সিপাহীজলা জেলায় ক্ষয়ক্ষতি মারাত্মক হয়েছে। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিড়ে পড়ে গিয়েছে। ট্রান্সফরমার বিকল হয়েছে। যদিও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিগমের কর্মীরা লাইন সারাই সহ ট্রান্সফরমার সংস্কার করে পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে, বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থাও অনেক জায়গায় প্রভাবিত হয়েছে।

সুদীপ ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী জনগণ ও দলকে সন্তুষ্ট করতে হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। মুখ্যমন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার কথা আসছে কেন? সন্তুষ্ট করতে হবে জনগণকে, দলকে। মন্ত্রিসভা থেকে সুদীপ রায় বর্মনের অপসারণ প্রসঙ্গে এইভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

গত শুক্রবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি তার ক্ষমতা বলেই মন্ত্রিসভা থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। অব্যাহতি দেওয়ার পর তার দপ্তরগুলো মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী ভাগ করে নিয়েছেন। অন্য কাউকে এখনও পর্যন্ত মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। নিয়ম অনুযায়ী আরও চারজনকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী সেই পথে হাটেননি। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারিত হতে পারে। উল্লেখ্য, সুদীপ রায় বর্মনকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর বিভিন্ন মহলে নানা গুঞ্জন উঠতে শুরু করেছে। অনেকেই মন্তব্য করেছেন সুদীপ রায় বর্মন দলীয় অনুশাসন মানেননি। সে কারণেই অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের কারণে সুদীপ রায় বর্মনকে মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা না হলেও দলের কোনও দায়িত্ব তার হাতে নেই। শেষ পর্যন্ত তাকে দলে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সুদীপ রায় বর্মনকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, তার হাতে ন্যাস্ত দপ্তরগুলির দায়িত্ব যথাযথ পালন করার চেষ্টা করে গেছেন তিনি। তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীকে হয়ত তিনি সন্তুষ্ট করতে পারেননি। সে কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর অপছন্দের পাত্র হয়েছেন সুদীপবাবু। আর তারই খেসারত হিসাবে মন্ত্রীত্ব হারাতে হয়েছে সুদীপ রায় বর্মনকে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, শুধু মুখ্যমন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করলেই দায়িত্ব সম্পূর্ণ করা যায় না। দল এবং জনগণের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি নিজেও চারবছর আগে এই রাজ্যের মানুষের কাছে তেমনটা পরিচিত ছিলেন না। সাংগঠনিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। এমনকি বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বনমালীপুর বিধানসভা এলাকার জনগণ তাকে জয়ী করে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন। দল তাকে পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ছাত্রীকে দফায় দফায় শ্লীলতাহানি
গৃহশিক্ষককে গণধোলাইয়ের পর দেয়া হল পুলিশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ জুন।। গৃহ শিক্ষকের হাতে শ্লীলতাহানির শিকার নাবালিকা ছাত্রী। ঘটনা বিশালগড়ের অফিসটিলাস্থিত নতুন পল্লী এলাকায়। অভিযুক্ত গৃহ শিক্ষক অসিম ভৌমিককে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল নাবালিকার পরিবারের লোকজন।পেশায় গৃহ শিক্ষক অসিম ভৌমিক। বাড়ি বিশালগড়ের অফিসটিলাস্থিত নতুন পল্লী এলাকায়। অসিম ভৌমিকের বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট পড়ার জন্য যেত শীতলটিলা এলাকার এক নাবালিকা। অভিযোগ প্রায় এক মাস যাবত অভিযুক্ত শিক্ষক এই নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করে যাচ্ছিলো। ২৪ মে অভিযুক্ত শিক্ষকের বাড়িতে যখন নাবালিকা প্রাইভেট পড়তে যায়, তখন অভিযুক্তর বাড়িতে কেউই ছিল না। এই সুযোগে অভিযুক্ত নাবালিকার ফের শ্লীলতাহানি করে। তারপর থেকে নাবালিকা প্রাইভেট পড়তে যেতে অস্বীকার করে। এবং নাবালিকা তার মাকে ঘটনার কথা জানায়। তার পর থেকে নাবালিকার পরিবারের লোকজন অপেক্ষা করছিল অভিযুক্ত শিক্ষক নাবালিকার বাড়িতে আসলে তাকে আটক করা হবে। এরই মধ্যে নাবালিকা কেন প্রাইভেট পড়তে যাচ্ছে না তা জানার জন্য অভিযুক্ত শিক্ষক অসিম ভৌমিক নাবালিকার বাড়িতে যায়। আর তখনই নাবালিকার বাড়ির লোকজন অভিযুক্তকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেয়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে অভিযুক্ত নিজের দোষ সকলের সম্মুখে স্বীকার করে নেয়। এবং ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে ঘটনা ধামা চাপা দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় নাবালিকার পরিবারকে। এমনটা জানান নাবালিকার মা। তিনি আরও জানান এই বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হবে।অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেওয়ার পর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্ত শিক্ষককে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে নেয়। রাতেই নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে বিশালগড় মহিলা থানায় অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।গৃহ শিক্ষক কর্তৃক নাবালিকা ছাত্রী শ্লীলতাহানির ঘটনায় ছি ছি রব পড়েছে বিশালগড় মহকুমা জুড়ে। দাবি উঠেছে অভিযুক্ত শিক্ষকের কঠোর শাস্তি প্রদানের।

ফাঁসিতে এক ব্যক্তি আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ জুন।। আবারো ফাঁসিতে আত্মঘাতী দুই সন্তানের বাবা। ঘটনা রবিবার উত্তর চড়িলাম মধ্যপাড়ায়। আত্মঘাতি ব্যক্তির নাম অজিত দেবনাথ। বয়স ছেচল্লিশ। জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো শনিবার রাতে খাবার খাওয়ার সময় সামান্য বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। তখন আনুমানিক রাত সাড়ে দশটা। বাড়িতে দুই সন্তান ও স্ত্রীর সাথে এই বাকবিতন্ডার পর ঘর থেকে বের হয়ে যায়। রাতে আর বাড়ি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে মাঠে নামছে আইপিএফটি তিপ্রাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভারতের সংসদে আসার জন্য আইপিএফটি তিপ্রাহা দলের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক প্রেসমিটের মধ্য দিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক বিনয় দেববর্মা প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। এই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের সহ-সভাপতি বুধু দেববর্মাও। অভিনন্দনের পাশাপাশি বিনয় দেববর্মা দলের তরফে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিছু দাবি করেন।

তাঁদের দাবিগুলি হল ত্রিপুরায় তিপ্রাহা জনজাতি অংশের মানুষ দিন দিন সংখ্যালঘু থেকে চরম সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তাঁদের অস্থিত্ব রক্ষার জন্য এডিসি এলাকাকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য ঘোষণা করতে হবে। এডিসি এলাকায় সরাসরি অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও তাঁদের দলের তরফে এদিন দুটি দাবি করা হয়। এই দাবিগুলি হল এডিসির জমির পাট্টা বণ্টনের ক্ষমতা মহকুমাশাসকের অফিস থেকে সরিয়ে এডিসি-র নিজের হাতে তুলে দিতে হবে এবং বিচারব্যবস্থাও এডিসি-র হাতে তুলে দিতে হবে। তাঁদের মতে, এই দুই বিষয় সংবিধানেও উল্লেখ রয়েছে।

অপরদিকে, সহ-সভাপতি বুধু দেববর্মা বলেন, কিছু দিনের মধ্যে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি বৈঠকে বসে আসন্ন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসে গুরুতর জখম ছয়জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম, ২ জুন ।। ধর্মনগর পূর্ববাজার এলাকা ও ডিএনভি রোডের মধ্যবর্তী স্থানে বাইক ও মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হল এক যুবক। বাইকে করে ৩ যুবক ধর্মনগর পূর্ববাজার থেকে দ্রুত গতিতে আসার সময় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে মারুতি ভ্যানে ধাক্কা মারে। আর এতে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে বাইক চালক বিকু পাল সহ বাকি দুইজন। ঘটনার সাথে সাথে স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাদের ধর্মনগর হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই দুর্ঘটনায় বাইক চালকের মাথায় আঘাত লাগলেও বাকিদের কিছু হয় নি। তবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটিকে ঘটনাস্থল থেকে থানায় নিয়ে যায়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত মারুতি ভ্যানের চালক জানান ওনার গাড়ির গতি কম ছিল। কিন্তু বাইকটি মাত্রাতিরিক্ত গতিতে এসে গাড়িতে ধাক্কা দিয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে ব্রাউন সুগারসহ নেশা কারবারি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। রবিবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর সঞ্জয় কলোনি থেকে কুখ্যাত নেশাকারবারি অভিজিৎ নাথ ওরফে শুভকে আটক করলো পুলিশ। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সুত্রধর। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এইদিন সকাল থেকে বিশাল টিএসআর ও পুলিস বাহিনী নেশাবিরোধী অভিযানে নামেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। নেশাকারবারি শুভকে আটক করার পর তার কাছ থেকে ৭২ কৌটা ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। ধৃত শুভ-র বিরুদ্ধে আগেও বহু মামলা রয়েছে। নেশা সামগ্রী বিক্রয় করতে গিয়ে বহুবার সে পুলিশের হাতে ধরা পরেছিল। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তির বলে সে বারে বারে ছাড়া পেয়ে যায়। এইদিন তাকে আটক করার পর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান ধৃত শুভ-র বিরুদ্ধে পুলিস একটি এনডিপিএস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের জন্য হাহাকার গন্ডাছড়ার বহু জনবসতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। গণ্ডাছড়া মহকুমার সতেন রায় পাড়ার গিরিবাসীরা প্রশাসনিক নানা সুযোগ সুবিধা থেকে আজও বঞ্চিত। সাধীনতার ৭১ বছর পরও মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারছেন না গিরিবাসীরা। তাতে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে। যেকোন সময় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে।

ধলাই জেলার সবচেয়ে প্রত্যন্ত মহকুমা হল গণ্ডাছড়া মহকুমা। এই মহকুমার জনগন এখনও নানা সরকারী প্রকল্পের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। গণ্ডাছড়া-অমরপুর রাস্তার পার্শ্ববর্তী বাবুসাই এলাকার সতেন রায় পাড়ার উপজাতিরা এখনও পানীয় জলের জন্য চাতক পাখির মত প্রতীক্ষায় প্রহর গুনেন । স্বাধীনতার ৭১ বছর পরও মৌলিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবাসহ নানা দিক থেকে তারা অবহেলিত। এখনও পর্যন্ত ঐ এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের কোন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুক্তা দের চিকিৎসার জন্য সরকারী সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ১৬ বছর বয়সী মুক্তা দে-র উন্নততর চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ৭০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শান্তিরবাজার মহকুমার মুহুরীপুরের লক্ষীনারায়ণ পাড়ার বাসিন্দা জনৈক দীপাল দে-র মেয়ে মুক্তা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যালিকাকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার জামাইবাবুসহ দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ জুন।। বিশালগড় থানার অধীন হরিশনগর মুন্ডাপাড়ায় ধর্ষণ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল রাজন্ত ওড়িয়া। যদিও নির্যাতিতা মেয়েটি রাজন্ত ওড়িয়ার শ্যালিকা। ঘটনাটি ঘটেছিল নয় মে। ওইদিন ঘটনা জানাজানি হলেও এলাকার লোকজন এবং রাজন্ত ওড়িয়ার পরিবার সিদ্ধান্ত করে মামলা করবে না। তবে প্রায় একমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পথে শুক্রবার চাইল্ড লাইনের সদস্য নির্মলা ঘোষ ঘটনার খবর পেয়ে তথ্য অনুসন্ধান করে এবং বিশালগড় মহিলা থানায় পূর্বের অভিযোগ মূলে লিখিত মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর ৯/১৯। মামলা হয়েছে আইপিসির ৪৪৮/৩৭৬(২)(আই) ধারা মূলে। সেই সাথে পক্সো আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাও যুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্ত রাজন্ত ওড়িয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এগিকে, রাজন্ত ওড়িয়ার ভাঅই চাইল্ড লাইনের সদস্যাদের সাথে অশালীন ব্যবহার করায় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। দুইজনকেই সোমবার আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানায় পুলিশ।

রাজ্যে বাঁশ শিল্পের বিকাশে স্বাক্ষরিত মউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। রাজ্যের বাঁশ ভিত্তিক কুটির ও হস্তশিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আগরতলার ব্যাম্বো অ্যান্ড ক্যান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট এবং ত্রিপুরা ব্যাম্বো মিশন-এর মধ্যে আজ রবিবার মেমোরেন্ডাম অব অ্যাগ্রিমেন্ট (মউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজধানীর লিচু বাগান এলাকার ব্যাম্বো অ্যান্ড ক্যান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট-এর কনফারেন্স হল-এ স্বাক্ষরিত হয়েছে মউ চুক্তি। মউ চুক্তি সম্পাদন কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব, ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের অধিকর্তা শশীরঞ্জন কুমার, ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের আধিকারিক নাগেশকুমার বি প্রমুখ। আজকের অনুষ্ঠানে এসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বাঁশ গবেষণা কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে তৈরি বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের নার্সারি ঘুরে দেখেন। এর পর তিনি এখানে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকরা সে-সব চালিয়ে দেখান মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি নিজেও হাতে নিয়ে দেখেন তাঁদের

রবিবার বেম্বো অ্যান্ড কেইন ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

রাখা বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন নকশার বাঁশ কাটার যন্ত্রপাতি দেখেন। তৈরি বাঁশজাত সামগ্রী। সব শেষে স্বাক্ষরিত হয় মউ চুক্তি। ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের অধিকর্তা এবং ব্যাম্বো অ্যান্ড ক্যান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট-এর পক্ষে আরকে শ্রীবাস্তব মউ-এ স্বাক্ষর করেছেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব বলেন, মউ স্বাক্ষরের ফলে একদিকে যেমন বাঁশ গবেষণার উন্নয়ন হবে, তেমনি রাজ্যের বাঁশশিল্পের সঙ্গে যুক্তরা লাভবান হবেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, রাজ্যে বিপুল পরিমাণে বাঁশ উৎপাদিত হয়। এখানকার মানুষ বাঁশকে ভিত্তি করে বহু সুন্দর সুন্দর সামগ্রী তৈরি করেন। কিন্তু আগে কখনও তা বিপণন এবং বিদেশে রফতানির কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে এই সকল কাজের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা তেমনভাবে লাভবান হতে পারেননি। এখন সরকার তাঁদের কথা চিন্তা করে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বাঁশের কাজের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা যাতে সঠিক অর্থ পান, এই বিষয়টি সকলকে নজরে রাখতে হবে। কী করে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৫ ■ সংখ্যা ২৩০ ■ ৩ জুন ২০১৯ ইং ■ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ■ সোমবার ■১৪২৬ বঙ্গাব্দ

কর্মসংস্কৃতির সংগ্রাম

রাজ্য এবং কেন্দ্রে একই দলের সরকার থাকিলে উন্নয়ন কাজ করার ক্ষেত্রে সুফল মিলিবে বলিয়া ভোটের আগে জোর প্রচারে নিয়াছিল বিজেপি। রাজ্যের ভোটাররাও ত্রিপুরায় বিধানসভাতেই শুধু গেরুয়া ঝড় দেখান নাই লোকসভা নির্বাচনেও দুইটি আসনেই বিজেপির হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। সোজা কথায় ত্রিপুরা এখন বিজেপিময়। উন্নয়নের স্রোতধারা এখন বেগবতী হইবার কথা। কিন্তু, রাজ্যে সরকারী অফিসগুলির হাল অবস্থা কি? রাজ্য প্রশাসনে যদি গতি না আসে, দক্ষতার যদি মূল্য না থাকে তাহা হইলে কেন্দ্র উদার হাতে দিলেও উন্নয়ন হইবে কিভাবে? এই সহজ কথাটাই আজ অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পরই সরকারী দপ্তর, অফিসগুলিতে কর্মসংস্কৃতি ফিরাইয়া আনিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অগ্রণী ভূমিকা নিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন সরকারী দপ্তর হাসপাতাল সফর করিয়াছেন। কিন্তু, বাস্তবে রাজ্য সরকারের অফিসগুলিতে কর্মসংস্কৃতি কতখানি ফিরিয়া আসিয়াছে তাহাই এখন বড় প্রশ্ন। সরকারী অফিসগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয়। সহজে ফাইল নাড়িতে চায় না। বাম আমলে অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীরাই নেতাদের ভজনা করিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন। চাঁদা দিয়া এবং মিছিল মিটিংয়ে হাজিরা দিয়া কর্মচারীরা নেতাদের মন সন্তুষ্ট রাখিতেন। সেই কর্মচারীরা এখন কোথায়? তাহারাও রাতারাতি গেরুয়া শিবিরে আশ্রয় খুঁজিয়াছে। নেতাদের ধরাধরি করিয়া সেই পথেই চলিতেছেন। এখনও প্রশাসনের সিংহভাগ জায়গায় বাম আমলের জবরদস্ত নেতারা বসিয়া আছেন। একথা ঠিক, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে দক্ষ ও কর্মপাগল কর্মচারির সংখ্যা কমিতেছে। বহু দক্ষ ও দায়িত্বসম্পন্ন কর্মচারী অবসরে যাইতেছেন। সেই শূণ্যস্থান আর পূরণ হইতেছে না।

সরকার পরিবর্তন হইলেই রাজ্যে কর্মের ও উন্নয়নের জোয়ার বহিবে না। যদি সরকারী অফিস দপ্তরগুলিতে কর্মসংস্কৃতি ফিরাইয়া আনা না যায় তাহা হইলে ত্রিপুরা কাঙ্খিত উন্নয়নের পথে হাটিতে পারিবে না। কোনও সরকারী দপ্তরের কান্ডকীর্তি দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। বছরের পর বছর চিঠি লিখিলেও উত্তর মিলে না এমন নজীর আছে। সবচাইতে বড় প্রয়োজন রাজনীতির উর্ধে উঠিয়া প্রশাসনকে গতিশীল করা। বামফ্রন্ট সরকার এই কাজটাই করিতে পারে নাই। প্রশাসনকেও নগ্নভাবে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করিয়াছে। এই ভাবেই জনমনে ক্ষোভ বাড়িয়াছে। নগ্ন দলবাজি, দুর্নীতি, অহংকারে বাম নেতারা ডুবিয়াছিলেন। ক্ষমতা হারাইয়া তাঁহারা কতখানি আত্মশুদ্ধির পথ নিবে, তাহাই এখন দেখিবার বিষয়। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত বিজেপি সরকার যদি প্রশাসনে গতি আনিতে না পারে তাহা হইলে মানুষের আশা আকঙ্খা পূরণে অন্তরায় হইবে। দেশ জুড়িয়া এখন বিজেপি হাওয়া। বিরোধীরা এখন নিষ্প্রভ। এরাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে উঠিয়া আসিয়াছে। ইহাকে কি নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কৃতিত্ব বলিয়া দাবি করা যাইতে পারে? এই বিষয়টাকেই গভীর ভাবে আজ বিজেপি নেতৃত্বকে ভাবিতে হইবে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এখনও পরীক্ষিত হন নাই। তিনি জননেতা হইয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং বিজেপি জোট সরকারকে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাইতে হইবে। বিরোধীরা তখনই পায়ের তলায় মাটি পাইবে যদি ক্ষমতাসীন সরকার প্রতিশ্রুত উন্নয়নের ফল্গুধারা বহাইতে না পারে। সুতরাং জনগণই শক্তি একথা ভুলিলে চলিবে না। ক্ষমতার জোরে বেশীদিন জনগণকে ধরিয়া রাখা যায় না। গত বিধানসভা নির্বাচন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। অতীতেও রাজনৈতিক উত্থান পতন হইয়াছে। ত্রিপুরার মানুষ অনেক বেশী সচেতনতার পরীক্ষা দিয়াছে বারবার। আজ রাজ্যের মানুষ চায় উন্নয়ন আর উন্নয়ন। শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা, পর্যটন, শিল্প ক্ষেত্রে আরও প্রসার। কর্মসংস্থানের আরও উদ্যোগ। এর জন্য সবচাইতে বড় প্রয়োজন সরকারী সব ক্ষেত্রেই কর্মসংস্কৃতি ফিরাইয়া আনা। তাহাকেই এখন অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

৪ জুন বিজেপির রাজ্য কমিটির বিশেষ বৈঠক

কলকাতা,২ জুন (হি.স): ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের কথা ভেবে সংগঠনে জোর দিতে চলেছে বিজেপি। আগামী ৪ জুন কলকাতার মাহেশ্বরী ভবনে বিজেপির রাজ্য কমিটির বিশেষ বৈঠক। উপস্থিত থাকবেন, রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্যের পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, নির্বাচন কমিটির আহ্বায়ক মুকুল রায়, কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক রাহুল সিনহা।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ লোকসভায় ২৩ টি আসনের টার্গেট বেঁধে দিয়েছিলেন। এসেছে ১৮টি। খুশি স্বয়ং অমিত শাহও। এবার 'মিশন ২০২১'। অমিত শাহ টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন, ১৮০টি আসন। ২৯৪ আসন বিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় লোকসভার ফলাফলের নিরিখে ১২৯ টি বিধানসভা আসনে এগিয়ে বিজেপি। অর্থাৎ, আরও ৫১টি আসন বিজেপিকে জিততে হবে। আর সেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হবে ২ বছরের মধ্যে। ৪ তারিখের বৈঠক নিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানান, 'সম্পূর্ণ রুটিন বৈঠ। তবে, সাংগঠনিকস্তরে কিছু রদবদল হবে। অমিত শাহ ১৮০ টি আসন বেঁধে দিয়েছেন। সেই টার্গেট পূরণ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য'।

রাজ্য বিজেপি সূত্রের খবর, এবার সংগঠনে বড়সড় রদবদল হতে পারে। নেতৃত্বের কাছে আগেই খবর এসেছিল, বেশ কয়েকটি জেলার সাংগঠনিক সভাপতি নির্বাচনে ''কাজ'' করেননি। এবার তাঁদের সরানো হতে পারে। এক রাজ্য নেতা বলেন, 'গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরলে বিদায় আসন্ন। ময়দান আঁকড়ে লড়াই করতে হবে। নাহলে নিজের পথ নিজে বেছে নাও'। শোনা যাচ্ছে, ১৫/২০ জন সভাপতি আছেন এই তালিকায়। কিন্তু, কাদের ছাঁটাই করা হবে সেই তালিকা এখনও তৈরি হয়নি।

এদিকে, সদ্য মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদিকা দেবশ্রী চৌধুরি। তাঁকে সংগঠনের পদে রাখা হবে না। খবর হল , দেবশ্রী চৌধুরির জায়গায় দু''জনের নাম ভাবা হচ্ছে। দু''জনেই আরএসএস ঘনিষ্ঠ। প্রথমেই নাম উঠে আসছে রন্তিদেব সেনগুপ্তর। তিনি হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীও হয়েছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে বেনোজল ঢোকানোর ব্যাপারে সরব হয়েছেন। আরএসএস সমর্থিত পত্রিকা ''স্বস্তিকা''র সম্পাদক। এছাড়া, কানাঘুঁযোয় তুষারকান্তি ঘোষের নামও শোনা যাচ্ছে। আবার, লকেট চট্টোপাধ্যায় সাংসদ হয়েছেন। তিনি মহিলা মোর্চার সভানেত্রীও। এবার তাঁকে সেই পদ থেকে সরানো হবে। মহিলা মোর্চার দায়িত্ব অন্য কারো হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মধ্যপ্রদেশে বদলি ৩৩ আইএএস এবং ৩৭ আইপিএস আধিকারিক

ভোপাল, ২ জুন (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচন শেষ হতেই বড় ধরণের প্রশাসনিক রদবদল মধ্যপ্রদেশে। ৩৩ আইএএস এবং ৩৭ আইপিএস আধিকারি বদলি। শনিবার মধ্যরাতে প্রশাসনের তরফে নির্দেশিকা পেশ করে এমন সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়।

নির্দেশিকা অনুযায়ী ভোপালের জেলাশাসক সুদাম পি খাদেকে সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব পদে বদলি করা হয়েছে। পাশাপাশি ধার, খাণ্ডওয়া, দিনদোরী, আগর মালওয়া, অলিজরাজপুর, শাজাপুর, বুরহানপুর, নিওয়ারি, সাতনা, সেহোরে, দামোহ, রাইসেন, কাটনি, নিমুহ জেলার জেলাশাসকদের বদলি করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের ১৫ জেলা পুলিশ সুপার সহ ৩৭ আইপিএস আধিকারিকদের বদলি করা হয়। নির্দেশিকা অনুযায়ী শাহদল, শিবপুরী, কাতনা, অনুপ্পুর, সেওনি, সিদ্ধি, ধার, জব্বলপুর, খাণ্ডওয়া, মন্দসৌর, শাজাপুর, বারোনি, সিংরাউলি, আগর মালওয়া এবং ভোপাল (উত্তর)-এর পুলিশ সুপারদের বদলি করা হয়েছে।

ভোপাল জোনের আইজি জয়দীপ প্রসাদকে রেলের আইজি পদে বদলি করা হয়েছে। তার জায়গায় ভোপাল জোনের আইজির দায়িত্ব দেওয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজনীতি সম্পর্কে মানুষের মনে ঘৃণা জাগছে

সৌমেন জানা

রাজনীতি এখন আর ঠিক আগের মতো নেই। চায়ের ঠেকে কান পাতলেই একথা শোনা যাচ্ছে। একসময় রাজনৈতিক নীতি-মতাদর্শ ছিল রাজনীতির প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আর তার হাত ধরে বাজারি রাজনীতির অনুপ্রবেশ। এক্ষেত্রে নীতি-মতাদর্শের মতো বিষয়গুলো গৌণ হয়ে গেছে। একটি রাজনৈতিক ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন ধরুন হাফ গ্লাস জল দেখে অনেকের মনে হতে পারে গ্লাসটা অর্ধেক ভর্তি আবার কারও মনে হতে পারে অর্ধেক খালি। এগুলো স্বাভাবিক। আসল ব্যাপারটা দুষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। মানুষ যখন কোনও ঘটনা দেখে তখন কিছু ব্যাপার সে দেখে আবার কিছু ব্যাপার সে দেখেও দেখতে চায় না।

এই যে দৃষ্টির গোচরে আসা না আসা বা কখনো একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করা, এদের মধ্যে একটি সুক্ষ্ম সম্পর্ক আছে। এটি প্রকৃতপক্ষে ঘটে ব্যক্তির মনোজগতে, চিন্তায়। আত্মগতভাবে সে তার যুক্তি সাজায়। যে ব্যাপারগুলো নজরে আসে তার পিছনে জড়িয়ে থাকে স্বতন্ত্র ভাবনা। তবে এর সঙ্গে বুদ্ধি, আবেগও মিশে থাকে। নানা মনস্তাত্বিক কারণে ইমোশনাল ডিফেন্স তৈরি হয়। যার ফলে সামনে নীল, সাদা, গেরুয়া সব রং থাকলেও সাদা-কালো রংটাই যেন সবার চোখে পড়ে।

মানুষ যে পুরো ঘটনাটা জানতে চান না, তা নয়। আসলে কিছু নির্দিষ্ট ব্যাপার মাথার ছাঁকনিতে ফিল্টার হয়ে আসে। ভিন্নরকম বলা, ভিন্নরকম দেখা মানে কোনও ঘটনার পুরো তথ্যের মধ্যে কিছু তথ্য ছাঁকুনি থেকে পিল্টার হয়ে বেরোয়। আর ছাঁকনিটার নাম 'মতাদর্শ'। এই মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে লোকেরাও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল সমর্থন করে। ছাঁকুনির বা মতাদর্শের বদল হলে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির নিজের রাজনৈতিক অবস্থান ও বিশ্বাসের বদল হয়ে যায়। নীতি-মতাদর্শ নিয়ে আলোচনাকে অনেকে সারা সর্বস্বহীন 'তত্ত্বের কচকচানি' বলেন।

রাজনীতির সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শ ও ক্ষমতার সম্পর্ক থাকে। রাজনীতিতে ক্ষমতাই যখন মূলমন্ত্র, তখন রাজনীতিকদের দলবদল একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মাত্র। বিশেষ করে নির্বাচনের আগে রাজনীতিকদের দলবদলের তোড়জোড় বেশি দেখা যায়। তেমনি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়ন পাওয়ার আশায় রাজনৈতিক নেতাদের দলবদলের চমক অব্যাহত রয়েছে। নিজেদের সুবিধামতো দল পরিবর্তন করেন নেতারা। লক্ষ্য নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া।

দলবদলের এই খেলা যে নতুন, তা একেবারেই নয়। দলবদল দোষেরও নয়, অস্বাভাবিক কোনও ব্যাপারও নয়। উদ্বেগের বি,য় হল, দলবদলটা করছেন কে, কোন দল থেকে কোন দলে যাচ্ছে এবং সবথেকে বড় কথা তা করছেন কোন সময়ে। রাজনীতিবিদরা ইচ্ছেমতো কোনও দলে থাকতেও পারেন, এক দল থেকে অন্য দলে যেতে পারেন। কিন্তু এই দলবদল নিয়ে যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা হয়ে গেল তা নিয়েই বিতর্ক দেখা দিয়েছে। নব্য দলবলুদের অনেকেই ইতিমধ্যে নানা পদের দায়িত্বও পেয়েছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বা বিধানচন্দ্র রায়রা ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন সময়ে কলকাতার মেয়র হয়েছেন। তাঁদের আমলেও কলকাতা পুরসংস্থার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দলবদলের মতো ঘটনা ঘটিয়েছেন, এমন ইতিহাস রয়েছে। আজ একদলকে ভোট দিয়েছেন, পরের দিনই অন্য দলকে, এমন হয়েছে। তবে আজকের রাজনীতিতে দলবদলের চিত্রটা সে সময়ের চেয়ে অনেক আলাদা। এখন পঞ্চায়েত সদস্য থেকে পুর প্রতিনিধি, বিধায়ক থেকে সাংসদ-সব স্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই দলবদলের খেলায় সাংঘাতিক দড়। দলবদল ঠেকানোর জন্য সংবিধানে ৫২ তম সংশোধনী আনা হয় রাজীব গান্ধির আমলে। দশম তফসিলকে সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সংবিধান সংশোধন করেও অবশ্য দলবদল আটকানো যায়নি। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তার পরেও কমা তো দূরস্থান এই প্রবণতা আরও বেড়েছে।

অবশ্য দলবদলু নেতারা বলে থাকেন যে, মতের অমিল হওয়ায় এবং দেশ জাতি ও গণতন্ত্রে স্বার্থে তিনি বা তারা পূর্বতন দল ত্যাগ করে নতুন দলে যোগ দিয়েছেন। দলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আদর্শও পরিবর্তন হয়ে যায়। আগে যিনি ছিলেন ঘাসফুলের পূজারী, তিনি রাতারাতি বনে যান গোমাতার প্রবক্তা। আবার যিনি উন্নয়নের ওপর পাঁচনের সদর্থক প্রভাব ব্যাখ্যা করতে করতে এতদিনে কয়েক টন ঘাম শরীর থেকে ঝরিয়ে ফেলেছেন, তিনি হয়ে যান খেটেখাওয়া শ্রমিক শ্রেণির কট্টর সমর্থক। ঠিক যেন ভোজবাজির খেলা। চোখের পলকে নীতি-আদর্শ সব পাল্টে যায়, বদলে যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। শ্রদ্ধা নিবেদনের স্থানও যায় বদলে। ফুলের তোড়া হাতে এতদিন যিনি ছুটেছেন হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে, তিনিই এখন ছুটছেন মুরলীধর সেন লেনের কার্যালয়ে।

দলবদল শুধু জোর -জুলুম-ক্রশফায়ার থেকে বাঁচা নয়, টেন্ডারের ভাগ পাওয়া নয়, এমনকী স্থানীয় নির্বাচনে সরকারি দলের মনোনয়ন পাওয়াও নয়, এটা অতীতের নীতি-আদর্শ, বিশ্বাসের খোলনচে বদলে পুরনো দেহে নতুন জীবন পাওয়া। আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে অথবা ভয় ভীতিবশত একদিকে ধাবিত হলে গণতন্ত্রকে যে শুধু কবর দেওয়া হয তাই নয়, দেশে রাজনীতি বলেও কিছু থাকে না। আজ সে কারণেই সাধারণ মানুষ রাজনীতি আর রাজনীতিবিদ দেখলে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। আজ দেশে যত বড় ডিগ্রিধারী ডাক্তার, ব্যারিস্টার, প্রফেসর রাজনীতিক যেই হোক না কেন, কানাকড়ি মূল্য ও নেই কারোরই রাজনীতির ময়দানে।

সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান

শুদ্ধ জল আজও নাকালের বাইরে

অমর মিত্র

জল আর জলপাই, খাসা জল, তোফা জল, মামাবাড়ি ঘুমড়ির জল, কলের জল, নদীর জল, ঝারনার জল, পুকুরের জল, কুয়োর জল................। সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' নাটকে যে জলের লিস্টি আছে, বিষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল জিভের তল, হুঁকোর জল............ তালিকার শেষ নেই। জলের মতো স্বচ্ছ, জলের মতো সরল, সোজা কিন্তু নয় জল। জলই তো জীবন। জলের অভাব না হলে জীবনের এই চিহ্নিটিকে বুঝবে কে? জলে না ডুবলে জলের অন্ধকার টের পাবে কে? বন্যায় না ভাসলে, জল যে কতখানি মৃত্যু বয়ে আনে, তাই বা টের পাবে কে? এই খর রৌদ্রের দিনে, পুবের গাঁ থেকে পশ্চিমে বেঁটে এলে তেষ্টায় ছাতি ফাটবে যখন, জলের অপর নামটি মনে করাবে কে?

নদীর ধারে বাস দুঃখ বারোমাস। নদী মান জল। বছর বছর বন্যায় দুঃখের অন্ত থাকে না। ঝড়-বাদলায় জমির ধান-পান সব শেষে হয়ে যেত। হ্যাঁ, এখনও তা হয়, সুন্দরবনের নদীবাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম ভেসে যায়, ফসলের জমি নষ্ট হয়ে যায় নোনা জলে। তো, নদী আর জলের এই কথা আমি মায়ের কাছে শুনতাম। মায়ের বাপের বাড়ি জলের ধারে, কপোতাক্ষ নদের কূলে। সেই জলের ধার থেকে নির্বাসিত হলেন রাধারানি উত্তর কলকাতার টালার জলাধারের প্রায় কোলেই বলা যায়। ২৪ ঘণ্টা জল। তার আগে যে বেলেঘাটায় থাকা হত,সেই ১৯৫১৫২-র সময়, সেখানে খুব জলের কষ্ট ছিল, জল নিয়ে কাড়াকাড়ি হত। টালা-বেলগাছিয়ায় এসে সেই কষ্ট গেল। শতাব্দী প্রাচীন জলাধার, যেন একখণ্ড গভীর কালো মেঘ ভেসে আছে পশ্চিমে। সেই মেঘ সবসময়ই জল দেয়। আমাদের উত্তর কলকাতায় এখন জলের তেমন অভাব ঘটে না। যদি বা ঘটে, আমাদের এই মেঘপুঞ্জ ধারণ করা জলাধারের এলাকায় ঘটেই না। শোনা যায়, টালার ভূগর্ভ-জলাধার উঁচু ট্যাঙ্ক নির্মাণের জমি পাইকপাড়ার রাজা দিয়েছিলেন কলকাতা পুরসভাকে বিনামূল্যে। শর্ত ছিল এলাকার মানুষের জন্য ২৪ ঘণ্টা জল। ২৪ ঘণ্টা জল এখনও থাকে, কিন্তু তার সেই উচ্চচাপ কমেছে। এখন এই জল বিধাননগর যায়, নিউ টাউনে যাচ্ছে শীঘ্রই। কলকাতা বদলেছে অনেক। বহুতলের পেটের ভিতরে এখন অনেক মানুষ, সুতরাং জল চাই জল । আমাদের গৃহপরিচারিকা রুকসানা মাসি বলেছিলেন, এই গরমে তাঁদের বস্তিতে বেলা বারোটা অবধি জল থাকে। তারপর জল আসে সেই রাত আটটায়। কত মানুষ বস্তিতে! জল নিয়ে চুলোচুলি হয় অবিরাম। বস্তিবাসীর জল বারো ঘর এক উঠোন, কমন বাথরুমের মতো। মহল্লার মাঝে জলের কল। সেখানে ভোর থেকে কলসি-বালতির লাইন। কলকাতা থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে বাঁকুড়ার শালতোড়ায এমন দৃশ্য এই গ্রীষ্মের দিনে কত দেখেছে টালা জলাধারের নিকট-বসতির এই ভাগ্যবান। তবে হ্যাঁ, রমজান মাসে কলকাতা পুরসভা রুকসানা মাসিদের মহল্লায় জল দেয় বারোবারে, তাও সত্য।

আমাদের এই শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার গেলে সমুদ্রের মুখ, মোহানা। জলের অভাব নেই গঙ্গা থাকতে। নদীর তো নগর গড়ে তুলেছে বাণিজ্যতরি বয়ে এনে। কলকাতার জন্য উত্তর চব্বিশ পরগনার পলতায় যে জলের প্রকল্প আছে, সেখানে দৈনিক ২,৬০০ লক্ষ গ্যালন জল তুলে পরিশুদ্ধ করে পাইল পাইনে টালায় পাঠানো হয়। আর কলকাতার নানা রাস্তায় কিছু গঙ্গাজলের লাইন আছে। অবিরাম ঘোলাটে জল পড়ে যায়। সেই অপরিশুদ্ধ জলে নগরের প্রান্তবাসীরা স্নান করে । সারাদিন ভর বয়ে সন্ধেবেলায় স্তার সাবান মেখে যে স্নান, তার সুখ কত, তা সেই মানুষটির মুখের দেহাতি গান শুনলেই টের পাওয়া যায়।

সারাদিন জল। গ্রীষ্মে সেই জলে কিঞ্চিৎ ক্লোরিন মেশানো হত। গন্ধ পেতাম। বাল্যকালে শুনতাম, কলিকাতার কলের জলে গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল হয়। আমাদের একটা বাড়ি আছে। বসিরহাটের লাগোয়া। গন্ডরহাটে । খুড়তুতো দিদিরা কলকাতার বেলাগাছিয়ায় এসে টালার জলে উজ্জ্বল শ্যাম, কিংবা গৌরী হয়ে উঠত। ৫০-৫৫ বছর আগের কথা বলছি। তখন গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল করার এত প্রসাধন সামগ্রী আসেনি বাঙালি জীবনে। তবে একটা কথা তো সত্য, গাঁয়ের পুকুরে দাপানো আর ঘাটলায় রোদের নীচে বসে গল্পগুজব, দুপুরে আম কুড়িয়ে সেই কন্যা কীভাবে গৌরী হয়ে ওঠে? কলকাতায় বদ্ধ ফ্ল্যাটে গায়ে রোদ না লাগিয়ে ফ্যাকাসে ইটচাপা ঘাসের মতো হয়ে যেতে তো বাধা নেই। তবে একথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে, কলিকাতার কলের জল অতি মধুর। কলিকাতার কলের জলে কাঁচা হলুদ মেশানো, হিমানি স্নো, সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম জড়ানো ছিল সেই ৫০ বছর আগে। অঘ্রানে তার বিয়ে, বাদ্র থেকে সে টালা-বেলাগাছিয়ার বাসাবাড়িতে রয়েছে, কেন মেয়েটি ফরসা হবে না সেই জল গায়ে মেখে? আমার এই শহর গঙ্গার পূর্বকূলে। আমাদের সব নদীর গঙ্গা, গঙ্গার জল ব্যতীত কোনও পুজোপাঠ, পূর্ণকর্ম সম্পন্ন হয় না। মায়ের দরকার হত গঙ্গাজল। একটি পেতলের ঘটিতে তা ভরা থাকত। সেই জল নিয়ে আসত কে, না বিহারের মধুবনি জেলা থেকে কলকাতায় কাঁসার বাসন ফেরি করা এক ব্যক্তি। সে থাকস গঙ্গার কাছে। ১৫ দিন অন্তর গঙ্গাজলের কলসি মাথায় নিয়ে আসত বাসনের সঙ্গে । মা একা নন, পাড়ার অনেক বাড়িতেই গঙ্গালজ পৌঁছ দেওয়ার দায়িত্ব তার। মা চলে গেলেন, তারপরও সে আসত। গঙ্গাজল অরা দরকার হয় না। সে দশটি টাকা নিয়ে যেত জলের জন্য মা তাকে যা দিতেন। অনেকদিন সেই লোকটি আর আসে না। কী হল তার? তার নির্মল জলের মতো হাসি আর কথায় তো অন্তরের তৃষ্ণা মিটত। গঙ্গা থেকে দূরে সরে গিয়েছি আমরা। কলিকাতার কলের জলে গৌরী হতে বাসাবাড়িতে গাঁয়ের মেয়েটি আর আসে না। বিজ্ঞাপিত প্রসাধন সামগ্রী পৌঁছে গিয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামদেশেও, স্নান আর পানীয় জল না থাক, কসমেটিক্স আছে। আর আছে জলের বোতল।

হ্যাঁ, টালা-বেলগাছিয়ায় এত সুখের ভিতরে বিপদ ছিল অন্য। বর্ষায় ইন্দ্র বিশ্বাস রোড একটি বেসিন । এই অঞ্চলে জল সরত না দিনের পর দিন। অতি বৃষ্টিতে জল ঢুকে পড়ত একতলার ফ্ল্যাটের ভিতর। মনে আছে, সন্ধে থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হল, ক্রমশ তার বেগ বাড়তে লাগল, মাঝরাতে মা ডেকে তুললেন, জল ঢুকছে। মা শাঁখ বাজাতে আরম্ভ করলেন। এই রীতি নদীর ধারের মানুষের বহুদিনের অভ্যাস।

মধ্যরাতে বানের সাড়া পেলে গ্রাম জাগিয়ে তোলা। শাঁখ বাজিয়ে সতর্ক করে দওয়া নদীর ধারের মানুষকে। এখন সেই বয় গিয়েছে। জল আর জমেও না সেই রাস্তায়, ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে জল ঢোকে না। বস্তিবাসীকে উদ্ধার করে ইশকুলবাড়িতে নিয়ে যেতে হয় না। খোদ কলকাতা শহরে যে কত বন্যা দেখেছি! সন-তারিখ স্পষ্ট মনে আছে, ১৯৮৫ সালের ৫ এবং ৬ মে, আচমকা বৃষ্টি নামল, ৪৮ ঘণ্টা একনাগাড়ে। জল ঢুকল ঘরের ভিতর। জলের সঙ্গে ব্যাং, আরও কত কিছু................। তখন অতি বৃষ্টির উত্তর শহরতলির বাঙ্গুর, লেকটাউনের একতলা বাড়ির অর্ধেকের বেশি জমা জলে ডুবে থাকত। কলকাতা শহরের ঠনঠনে কালীবাড়ির সমুখের বিনধান সরণি, রামমোহন সরণি জমা জলের জন্য কুখ্যাতি পেয়েছিল কম না! রামমোহন সরণিতে নৌকাও নেমেছে কতবার। এখন সেই চিত্র বদলেছে। ১৯৭৮-এ বন্যার্ত হয়েই কবি নীরেন্দ্রনাতের বকিতা 'হ্যালো দমদম'।

আমার হাতের মধ্যে টেলিফোন
আমার পায়ের কাছে খেলা করছে
সূর্যমণি মাছেরা।
পিচ-বাঁধানো সড়কের উপর দিয়ে
নৌকা চালিয়ে আমি
পৃথিবীর তিন-ভাগ জল থেকে এক
-ভাগ
ডাঙ্গায় যাব।
সেই নৌকার জন্যে আমি বসে
আছি
আর পাঁচ মিটি পরপর
ডায়াল ঘুরিয়ে চিৎকার করছি;
হ্যালো দমদম........... হ্যালো
দমদম...........হ্যালো...................
আমার জুঁইলতা এখন
পাঁচ ফুট জলের তলায় ফুল
ফোটাচ্ছে।

১৯৭৮-এর বন্যায় শহর কলকাতার রাস্তায় কোমর সমান জল, সেই জলে পা হড়কে ডুবে মারা গেলেন একজন। জলের ভয়ানক চেহারা দেখেছি ১৯৭৮ সালের বন্যায়। প্লাবন। একের পর এক নদী, সুবর্ণরেখা, ডুলুং, কংসাবতী, শিলাবতী কেলেঘাই, হলদি নদী, রূপনারায়ণ দামোদর ---উঠে আসছে স্থলভূমিতে। জল দখল করে নিয়েছিল সভ্যতা। দুর্গাপুর ব্যারেজে ধরেছিল ফাটল। আমি তখন মেদিনীপুর। বন্যার পরে বাড়ি ফিরেছিলাম তিন মাস বাদে। ১৯৬৮ সালে তিস্তার জল প্রবেশ করেছিল জলপাইগুড়ি শহরে। সেই বন্যার কথা কত শুনেছি। তিস্তার বাঁধ সেই কারণে দেওয়া। নদীবাঁধ নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে ব্যাহত করে। তিস্তার জল নিয়ে বাংলাদেশের ক্ষোভ, ওদেশে এই নদী শুকিয়ে শুধুই বালুচর। দেখেছি তা। একই অভিযোগ ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়ে, চিন বাঁধ দিয়েছে তার উজানে । আমাদের এদিকে জল আসছে কম। গঙ্গার জল ক্যানেল কেটে চুরি করে তুলে নিচ্ছে উজানের মানুষ। আমরা জল পাচ্ছি কম। অবার ফারাক্কা ব্যারেজ নিয়ে বাংলাদেশের অভিযোগ কম নয়। শুখা সিজেনে জল চাই, বর্ষায় জল দিলে বন্যায় ভাসে দেশ। দামোদর ব্যারেজের ছাড়া জলে প্রতি বছর হুগলি হাওড়া ভাসে। অসম্পূর্ণ নির্মাণই তার কারণ। আর জল নিয়ে দাঙ্গাও দেখেছি। চাষের সিজনে জমিতে জল পাঠানো নিয়ে তা হয়। বড় বড় দিঘিতে জলের ভাগ নিয়ে পাঠালাঠিও দেখেছি কত। বাগ কত, এক পয়সা, দু'পয়সা এক গণ্ডা, দুই গণ্ডা, এক কড়া দুই কড়া............মোট ভাগ এক টাকা বা যোলো আনা হবে এইকরম হয় এক এক শরিকের অংশ।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীগুলি জলাভাবে মরে যাচ্ছে। আমাদের বেতনা, কপোতাক্ষ নদ তো বালুচর মাত্র। তিস্তা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্রে কথা তো বলেইছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কত নদী যে মরে গিয়েছে হিসেব নেই। আর আমারও সে, করছি যত জলের সূত্র। পুকুর, দিঘি বুজিয়ে জল মেরে দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর বসিয়ে দিচ্ছে সভ্যতাকে। আমাদের জল আছে, তা শেষ করে দিচ্ছে। যাদের জল নেই, মরুদেশে রাজস্থানে, দশ মাইল হেঁটে জল মাথায় করে ফেরে বাড়ির মেয়েরা। স্বাধীনতার ৭২ বছর বাদেও শুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি আমরা। নেতা মন্ত্রীদের তা জানা নেই। হ্যাঁ, জল নেই বটে, শীতল পানীয় আছে গঞ্জে গঞ্জে।

পশ্চিম মোদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তে সুবর্ণরেখার কুলের এক গ্রামে তখন ছিল বাস। সেই ১৯৭৬ হবে। গ্রীষ্মের দিনে জল কই? কুয়োর জল জলানিতে। জঙ্গল থেকে একটি ঝোরা নেমে এসেচলে গিয়েছিল নদীর দিকে, সেই ঝোরার বালি খুঁড়ে যে জল উঠত, তা ছেঁকে নিয়ে কলস ভরা হত। সেই জলই ছিল পানীয় জল। স্নানের জল সেই বালি খুঁড় তৈরি করা বড় বড় খোদল চুঁইয়ে চঁইয়ে যে জল জমত সেখানে, তা দিয়েই অবগাহন। সেই জল হত স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ। গরমের দিনে খুব ঠাণ্ডা। বংশীধরপুরের কথা খেনও মনে পড়ে, জলের অভাব কি মিটেছে সেখানে? মানুষের চাওয়া কত সামান্য যে, তা গ্রামেদেশে জলের জন্য হাহাকার দেকেছি কম না। জলেরসূত্র তো পাতাল। কুয়ো আর জঙ্গলের ঝোরা, ঝরনা, জোড় এসব শুকোতে থাকে মাঘ মাস থেকে। ফাল্গুনের পরকুয়োর জল তলানিতে গিয়ে পৌঁছয়। একদিন বালতি নামল নীচে, ঠং করে আওয়াজ হল। ভয় পেল বউটি। জল ফুরিয়ে এল! একদিন জলের সঙ্গে বালি, মানে জল শুকিয়ে এল। হায়। সামনে কী দিন অপেক্ষা করে আছে!

শালতোড়া ব্লক বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। পাহাড়ি জনপদ। কিছু গেরস্তর বাড়ির কুয়ো বাদ দিয়ে জনসাধারণের জন্য বড় একটিই কুয়া চড়াই থেকে নেমে রাস্তার ঢালে।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপ্রাহা গোষ্ঠীর কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন। ছবি- নিজস্ব।

মাওবাদী ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই, শহিদ এক জওয়ান, খতম চার মাও

রাঁচি, ২ জুন (হি.স.) : মাওবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াইয়ে শহিদ হলেন এক এসএসবি জওয়ান। গুরুতর জখম হন আরও চার জন। খতম করা হয়েছে চার মাওবাদীকে। এছাড়া পাঁচ মাওবাদীও গুরুতর আহত হয়েছে। রবিবার সকালে ঝাড়খণ্ডের দুকমা জেলায় দুই পক্ষের সংঘর্ষ বাধে। এখনও গুলির লড়াই চলছে বলে খবর।

দুকমার পুলিশ সুপার ওয়াই এস রমেশ জানান, পুলিশের কাছে খবর আসে শিকারিপাড়া ও রানেশ্বর পুলিশ থানার মাঝে জঙ্গলে ১৫-২০ জনের মাওবাদী দল লুকিয়ে আছে। সেই মতো অভিযানে নামে নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার সকালে ঝাড়খণ্ডের রামেশ্বর থানা এলাকায় কাঠালিয়া গ্রামে মাওবাদী ও নিরাপত্তা বাহিনীর এই সংঘর্ষ হয়। শুরু হয় দু'পক্ষের তীব্র গুলির লড়াই। চিকিতার জন্য তাঁদের কপ্টারে করে রাঁচিতে আনা হয়েছে। এর আগে ২৮ মে এই জঙ্গলেই বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে আহত হয় ২১ জওয়ান।

বর্ষার মরশুমে বেজায় বাড়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গরু পাচার

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ২ জুন (হি.স.) : বর্ষার মরশুমে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বেজায় বাড়ে গরুর চোরা কারবার। গত প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিনে অসমের দক্ষিণ শালমারা মানকাচর, ধুবড়ি জেলার পাশাপাশি প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ইত্যাদি বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বহু গরু পাচার হয়েছে। তবে এই সময়কালে উভয় রাজ্যের সীমান্তে নিয়োজিত বিএসএফ এবং পুলিশের হাতে প্রায় ১১০টি গরু পাচারের সময় ধরা পড়েছে। গ্রেফতার হয়েছে বেশ কয়েকজন গরু চোরাকারবারি।

উল্লেখ্য, অতি সম্প্রতি মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশের অভিযানে আটটি গরু উদ্ধারের পর এখন পর্যন্ত এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১০-এ। এর আগে জেলার পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে ৪৩টি গরু পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছিল। মানকাচর জেলা পুলিশের এক সূত্র জানিয়েছে, একটি আন্তর্জাতিক গরু চোরচক্র তাদের নিদ্রা হরণ করেছে। এরা এতই শক্তিশালী যে বাগে আনতে গিয়ে অবস্থা নাকাল হয়ে যাচ্ছে পুলিশের। সূত্রটির দাবি, সীমান্তবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদের জলস্তর বৃদ্ধি পেলেই গরু চোরাকারবারিরা ব্যাপক তৎপরতা বেড়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ৫ মে ভোররাত প্রায় ৩.৪০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার দক্ষিণ শালমারা থানা এলাকার আসামের আলগা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় আন্তর্জাতিক গবাদি পশু পাচারকারীদের হামলার শিকার হয়েছিলেন কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা। আসামের আলগা বিওপি-র অন্তর্গত শিশুমারা সীমান্তবর্তী গ্রামে সংস্থাপিত কাঁটাতারের ওপর দিয়ে আটটি গরু বাংলাদেশে পাচার করছিল ১৮ থেকে ২০ জনের গরু পাচারকারীর এক দল। ওই ঘটনার সঙ্গে এখন পর্যন্ত ছয় হামলাকারীকে গ্রেফতার করে আদালতের নির্দেশে পাঠানো হয়েছে কারাগারে।

বিহারে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, শপথ নিলেন ৮ মন্ত্রী

পাটনা, ২ জুন (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের পরেই বিহারে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। রবিবার রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন আট জন। রাজ্যের নতুন মন্ত্রী হিসেবে এদিন শপথ নেন নরেন্দ্র নারায়ণ যাদব, শ্যাম রাজাক, অশোক চৌধুরী, বিমা ভারতী, সঞ্জয় ঝা, রাম সেওয়াক সিং, নীরজ কুমার এবং লক্ষমেশ্বর রাই। এদিন পাটনায় রাজভবনে নতুন মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল লালজি টেন্ডন। শপথ নেওয়া প্রত্যেক মন্ত্রী জেডি(ইউ) বলে জানা গিয়েছে। জোটসঙ্গী এলজেপি এবং বিজেপির কোনও সদস্যকে এই সম্প্রসারণে স্থান দেওয়া হয়নি।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জেডি(ইউ) জন্য কেবল মাত্র একটি মন্ত্রক ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রস্তাবকে না মেনে মন্ত্রিসভা অংশগ্রহণ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন নীতিশ কুমার। এদিন বিহারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা সুশীল মোদী জানিয়েছেন, মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের সময় মন্ত্রক নেওয়ার বিষয় বিজেপিকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন এই সম্প্রসারণে কোনও মন্ত্রক নেবে না বিজেপি।

এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীলকুমার মোদী, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয়কুমার চৌধুরী, আরজেডি নেতা রামচন্দ্র পূর্বে। বিগত দুই বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করলেন নীতিশ কুমার।

রবিবার সন্ধ্যায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, পূর্বাভাস

কলকাতা, ২ জুন (হি.স.) : রবিবার সন্ধ্যায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে হাওয়া অফিস পূর্বাভাসে জানিয়েছে। তবে দিনভর ভোগাবে অতিরিক্ত আর্দতা। সকালেই যে অস্বস্তিকর গরম না থাকলেও বেলা বাড়লে ঘাম হবে।

মঙ্গলবার থেকে রবিবার, কলকাতার তাপমাত্রা কয়েকবার পরিবর্তন হয়েছে। স্বাভাবিকের অল্প নীচে পারদ গিয়েছে, অপরিবর্তিত শুধু আর্দতার পরিমাণ। কোনও বিশেষ পরিবর্তন নেই। ফলে সূর্যের তেজ কম বেশি হলেও গরমকে অস্বস্তিজনক করছে অতিরিক্ত আর্দতা। যার সঙ্গে যুজছে কলকাতাবাসী।

রবিবারও বেলা বাড়লে একই পরিস্থিতি হবে। কারণ রবিবার শহরের সর্বোচ্চ আর্দতা ৯৩ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৩ শতাংশ। শুক্রবার আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৩ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৬৬ শতাংশ। বৃহস্পতিবার আর্দতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ছিল ৯৪ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৬ শতাংশ। বুধবার আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৩ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৭ শতাংশ। মঙ্গলবারআর্দতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ছিল ৯৩ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৬ শতাংশ। এবার তাপমাত্রার দিকে নজর রাখলে বিষয় আরও পরিস্কার হবে। দেখা যাচ্ছে রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬.০ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯.১ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। শনিবার তাপমাত্রা ৩৪ হয়ে গিয়েছিল। আবার শুক্রবার সকালে তা ছিল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশী। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। বৃষ্টি হয়েছে ১.৫ মিলিমিটার। বৃহস্পতিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশী। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি।

বাড়ির মধ্যেই রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার, আতঙ্কিত প্রতিবেশীরা

পূর্ব মেদিনীপুর, ২ জুন (হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা থানার ষড়রং-এ বাড়ির মধ্যে থেকে উদ্ধার হয়েছে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ। মৃত ব্যক্তির নাম গোলক বিহারী জানা (৫৩)। এলাকা বাসীরা বলেন, রবিবার সকালে গোলক বাবুর পরিবারে শোরগোল শুনে ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। দেখা যায়, বাড়ির উঠোনে পড়ে আছে রক্তাক্ত মৃতদেহ। এই ঘটনার খবর পেয়েই ছুটে আসে এগরা থানার পুলিশ।

পুলিশ মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, ওই ব্যক্তিকে ঘরের মধ্যে খুন করে টেনে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। কি ভাবে এই খুন জানতে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সহ দুই কন্যা ও ছেলেকে আটক করে থানায় নিয়ে এসেছে পুলিশ।

মৃত গোলক বিহারী জানার কন্যা সুদীপ্তা জানা সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছে, তার বাবা প্রায়শই মদ্যপ অবস্থায় তাদের মারধর করত। মায়ের সঙ্গেও বাবার সম্পর্ক মোটেই ভালো ছিল না। অন্যদিকে মায়ের সঙ্গে প্রতিবেশী এক যুবকের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বলেও জানিয়েছে মেয়েটি।

বাড়িতে মারধর অশান্তির জেরে মৃতের স্ত্রী উজ্জ্বলা জানা ছেলে মেয়েদের নিয়ে প্রায়শই বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকতেন বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশীরাও। তবে গত একমাস ধরে ওই ব্যক্তির সঙ্গে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক তলানিতে চলে যায়।

মৃতের স্ত্রী জানিয়েছে, গতরাতে তাঁর স্বামী বাড়ির মধ্যেই খুন হয়েছে। তারা পাশের ঘরে থাকলেও কিছুই টের পায়নি। যদিও মৃতের ঘরে গিয়ে দেখা যায় চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে রক্ত। মৃত্যুর আগে যে প্রচুর ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে তা পরিষ্কার। তাহলে পাশের ঘরে থাকা স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কেন কিছুই টের পেলনা তা পরিষ্কার নয়।

লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সদর দফতরের সামনে বিস্ফোরণ, জখম ১৮

ত্রিপোলি, ২ জুন (হি.স.) : রবিবার সকালে লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সদর দফতরের সামনে এক ভয়াবহ গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১৮ জন জখম হয়েছেন বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। লিবিয়া প্রশাসক গদ্দাফির মারা যাওয়ার পর থেকে লিবিয়া দু অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। খালিফা হাফতার নেতৃত্বাধীন লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি ও মার্কিন সেনা সমর্থিত আভ্যন্তরীন সরকারের সেনাবাহিনী সংঘর্ষ এখন এখানে রোজকার বিষয়।পূর্ব লিবিয়া লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মির দখম মুক্ত করতে সচেষ্ট মার্কিন সেনা সমর্থিত আভ্যন্তরীন সরকারের সেনাবাহিনী। এদিন লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সদর দফতরের সামনে দুটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

তেলেঙ্গনা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.) : তেলেঙ্গনা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রবিবার তিনি এক ট্যুইটবার্তায় তেলেঙ্গনা রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করে তেলেঙ্গনাবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। ২০১৪ সালের ২ জুন সরকারিভাবে তেলেঙ্গনা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তেলেঙ্গনা রাষ্ট্র সমিতির (টিআরএস) প্রধান কে চন্দ্রশেখর রাও এই রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

তেলেঙ্গনা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে টিআরএস প্রধান কে চন্দ্রশেখর রাও রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, এবছর তেলেঙ্গনা রাজ্য পাঁচ বছর পার করে ছবছরে পা রাখল। এই উপলক্ষ্যে শনিবার রাত থেকে রাজধানী হায়দরাবাদকে আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সাজানো হয়েছে রাজ্যের সচিবালয়ও। এদিন সকাল থেকে রাজ্যের বিভন্ন প্রান্তে সরকারি দফতরগুলোতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

পানাগড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু গৃহবধুর

দুর্গাপুর, ২ জুন (হি.স.) : শ্বাশুড়িকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট থেকে বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যু হল গৃহবধুর। শনিবার রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার পানাগড় বাজারে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম প্রতিমা পাল(২৭)। ঘটনায় জানা গেছে, প্রতিমাদেবীদের বাড়ীতে বিদ্যুতের ওয়েরিংয়ের কাজ চলছিল। এদিন রাত্রে ওয়েরিংয়ের পড়ে থাকা ওই তারে কোনভাবে সংযোগ হয়ে যওয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়ে প্রতিমাদেবীর শ্বাশুড়ি। তাকে বাঁচাতে পারলেও নিজে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন প্রতিমাদেবী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

বোনের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ, খুন ভাই, গ্রেফতার জামাই

পূর্ব মেদিনীপুর, ২ জুন (হি.স.) : বোনের ওপর অত্যাচার চালাত জামাই সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। এরই প্রতিবাদ করতে গিয়ে জামাইয়ের পরিবারের চূড়ান্ত শত্রু হয়ে ওঠে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল থানার গেওখালীর শুকলালপুরের বাসিন্দা শেখ সাদ্দাম (২৮)।

শনিবার রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বাড়ি থেকে ঘুরতে বেরিয়েছিল সাদ্দাম। তাঁকে একা রাস্তায় পেয়ে নৃশংসভাবে খুন করল দুষ্কৃতীরা। তাঁর পেটে ধারালো ছুরি ঢুকিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি একাধিক কোপ বসানো হয়েছে সাদ্দামকে। এর জেরে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে ছেলেটি। সাদ্দামের দাদার অভিযোগ, তাঁর ভাইকে কুপিয়ে খুন করেছে জামাই শেখ মুর্তজা, তাঁর দাদা সেক মুরসেলিম এবং বাবা সেক আকবর। এই ঘটনার পর শনিবার রাতেই বাড়ি ছেড়ে অজ্ঞাত জায়গায় গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্তরা। সকালে ঘটনার খবর পেয়ে মহিষাদল থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। তবে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা অভিযুক্তের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে বলে জানা গেছে। পরে মূল অভিযুক্ত জামাই শেখ মুর্তজাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এই মুহূর্তে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। মহিষাদল থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। তবে কি কারনে খুন তা এখনও পরিষ্কার নয়। গোটা ঘটনার তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মন্ত্রী ও দলীয় বিধায়কদের নিয়ে সোমবার নবান্নে বৈঠক

কলকাতা,২ জুন (হি.স): মন্ত্রী ও দলীয় বিধায়কদের নিয়ে সোমবার নবান্নে বৈঠকে ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন দীর্ঘ প্রায় চার মাস সরকারি কাজ বন্ধ ছিল। কোনও প্রকল্প শুরু করতে চাইলেও তা সম্ভব ছিল না। ফলে সরকারি কাজে ছেদ পড়ছিল। ভোট পরবর্তী এই অবস্থায় কোথায় কোন কাজ আটকে, তারই বিস্তারিত পর্যালোচনায় এই বৈঠক বলে মনে করা হচ্ছে। সোমবার নবান্ন সভাঘরে এই বৈঠক হওয়ার কথা। মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে পর্যুদস্ত তৃণমূল। ইতিমধ্যে সংগঠনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে দলে বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। এবার তেমনই সরকারে ও প্রশাসনে আরও গতি আনতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১০ জুন মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে বসবেন প্রশাসনের কর্তাদের নিয়ে। থাকবেন বিভিন্ন দফতরের সচিবরা। পাশাপাশি জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদেরও সেই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। শুক্রবারই দলের কোর কমিটির বৈঠকে মমতা বলেছেন, ভোটের ফলের বিপর্যয় সাময়িক। দলকে তিনি ঘুরে দাঁড় করাবেনই। দলকে ঘুরে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে উন্নয়নই যে প্রধান হাতিয়ার, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। মুখ্যমন্ত্রী যে উন্নয়নের কাজ অবিলম্বে আবার শুরু করবেন, এই বৈঠক ডাকা তারই ইঙ্গিত। রাজ্য জুড়ে একাধিক প্রকল্প নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে করা হয়েছিল লোকসভা ভোটে তার ফসল অনায়াসে ঘরে তুলতে পারবে তৃণমূল। কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা। নানা জায়গায় সরকারি কাজের সুবিধা পৌঁছলেও ভোটে তার প্রতিফলন হয়নি।

উন্নয়ন হওয়া স্বত্বেও মানুষ কেন তৃনমূলকে ভোট দিলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কথাই শুনতে চাইবেন মন্ত্রী, বিধায়কদের কাছ থেকে। বিধায়কদের সেই কাজে কীভাবে আরও বেশি করে যুক্ত করা যায় তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা। উন্নয়নের কাজের সঙ্গে কীভাবে জনসংযোগ বাড়াতে হবে, সেই কৌশল রচনা এই বৈঠকে প্রধান লক্ষ্য। লোকসভা ভোটের ফলে দেখা গিয়েছে ১২৯ টি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। এরমধ্যে বহু কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে বিধায়ক তৃণমূলের। উন্নয়নের এত কাজ করার পরেও কেন গতবারের জেতা বিধানসভা আসনগুলিতে লোকসভা ভোটে খারাপ ফল হল, সেই ময়নাতদন্তের কাজ অনেকখানি এগিয়েছে। এক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজগুলির প্রচার জনগণের মধ্যে বিধায়করা নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

বাগুইআটিতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন, ৯টি গাড়ি ভস্মীভূত, আতঙ্কে স্থানীয়রা

কলকাতা, ২ জুন (হি.স.) : ফের রাতের শহরে অগ্নিকাণ্ড। রবিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটে বাগুইআটিতে। আগুনে পুড়ে ছাই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ৯টি গাড়ি। রাতেই ঘটনাস্থলে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় পুলিশ ও দমকল সূত্রে খবর, অন্যান্যদিনের মতো শনিবার রাতেও বাগুইআটি এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বেশ কয়েকটি গাড়ি ও বাস। জানা গিয়েছে, রবিবার ভোর তিনটে নাগাদ হঠাৎই দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাস থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। এরপরই আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে এলাকা। রাস্তা ফাঁকা থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে আগুন। একে একে আগুন লেগে যায় দাঁড়িয়ে থাকা ৯টি গাড়িতে। বিষয়টি টের পেয়ে আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দমকলের ৬টি ইঞ্জিন প্রায় ২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ৯টি গাড়ি ও বাস। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। সেখানে গিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এলাকার এক বাসিন্দা জানান, "হঠাৎই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাস থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখি আমি। এরপরই নজরে পড়ে আগুন। চোখের সামনে আগুন ধরে যায় পরপর দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে।"

তবে কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড তা নিয়ে ধোঁয়াশায় তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে দমকলকর্মীদের অনুমান, শট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা।

রাস্তা ফাঁকা থাকার কারণেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। দমকলমন্ত্রী জানিয়েছেন, কী থেকে এই অগ্নিকাণ্ড তা খতিয়ে দেখা হবে।

প্রয়োজনে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হবে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও এখনও আগুন আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে বাগুইআটির বাসিন্দাদের।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক সাইকেল আরোহীর, স্থানীয়দের বিক্ষোভ

হাওড়া, ২ জুন (হি.স.) : লরি চাকায় পিষ্ট হয়ে এক সাইকেল আরোহীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ডুমুরজলা পিএনটি কোয়ার্টারের সামনে। এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার পরিস্থিতি রণক্ষেত্র চেহারা ধারণা করে। স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু। বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে।

জানা গিয়েছে, হাওড়ার ডুমুরজলা পিএনটি কোয়ার্টারের সামনে এক সাইকেল আরোহী রাস্তা পার হচ্ছিল। সেই সময় বেপরোয়াভাবে একটি লরি এসে তাকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই সাইকেল আরোহীর। এই ঘটনার পর এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কয়েক হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। মৃতদেহ আটকে বিক্ষোভ দেখানোর সময় ব্যাটরা থানা এবং চ্যাটার্জীহাট থানার পুলিশ সেখানে আসে। সেই সময় পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ চলতে থাকে।

পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরে বিশাল বাহিনী এনে মৃতদেহ সরানো হয়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, প্রতিদিন ওই রাস্তায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চলাচল করে। এর জেরে নিত্যনৈমিত্তিক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। তারই ফলে এদিন এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ১৫ লক্ষ গাছের চারা রোপণ করে রেকর্ড গড়তে চলেছে মেঘালয়

শিলং (মেঘালয়), ২ জুন (হি.স.) : আসন্ন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম পাহাড়ি রাজ্য মেঘালয় ১৫ লক্ষ গাছের চারা রোপণ করে বিশ্ব দৃষ্টান্ত রচনা করতে চলেছে। নিজের রাজ্যকে সবুজায়ন করে পরিবেশ প্রদূষণ রোধ করতে এই মহৎ প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে মেঘালয় সরকার। গত ৩০ মে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা আসন্ন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন ১৫ লক্ষ মিলিয়ন গাছের চারা রোপণ করতে রাজ্যের আপামর জনসাধারণকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্যের জনসাধারণ অতি উৎসাহের মাধ্যমে গাছের চারা রোপণ করতে ময়দানে নেমে গিয়েছেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমাই তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে এই আবেদন জানিয়ে লিখেছিলেন, 'আমি মেঘালয়ের সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, আসন্ন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন ১৫ লক্ষ মিলিয়ন গাছের চারা রোপণ করব। পরিবেশ সজাগতা সম্পর্তিত আমাদের এই আন্দোলনের সমভাগী হতে রাজ্যবাসীকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের এই সুবজ পৃথিবী গড়ার যাত্রায় অংশগ্রহণ করে সবাই বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করুন।' মেঘালয় সরকারের এই প্রচেষ্টা এখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বহু মানুষ সরকারের এই অভিনব কর্মসূচি এবং প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়ে এগিয়ে এসেছেন। মেঘালয় সরকারের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অসংখ্য জনতা।

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় খুঁদে শিল্পীরা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আমাদের দ্বিতীয় মস্তিষ্ক পাকস্থলী

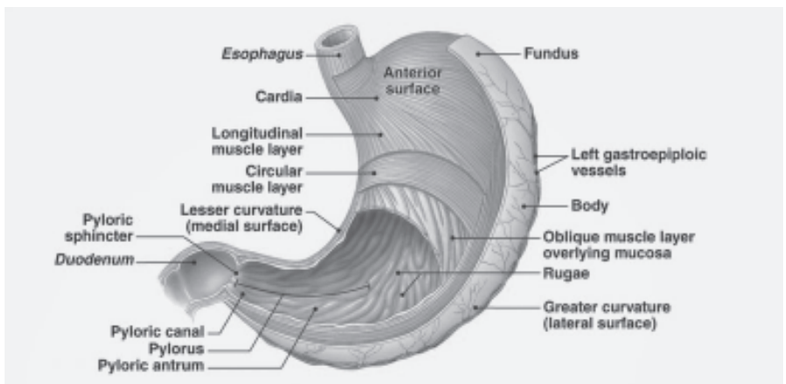

আমাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিস্ক। আচরণ, চিন্তা, এমনকি আমাদের শারীরিক গঠন কেমন হবে সবই নিয়ন্ত্রণ হয় মস্তিস্ক থেকে। অবাক করা কথা হলো, আমাদের মস্তিস্ক নাকি আসলে দুটি।

যুক্তরাষ্ট্রের আসাপ সায়েন্স নামে একটি গবেষণা টিমের পক্ষ থেকে একথা বলা হচ্ছে। তারা বলছে, পাকস্থলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত নালী কোলন এনটারিক নারভাস সিস্টেম' নামে একগুচ্ছ স্নায়ু আমাদের নিয়ন্ত্রর করে।

ইতা, উদ্বিগ্নতাসহ আরও অনেক মানসিক জটিলতা ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দূর হয়ে যেতে পারে। ওই গবেষক দলের দাবি, আমরা যতটা ধারণা করি- দ্বিতীয় মস্তিস্কের প্রভাব আমাদের ওপর চার চেয়ে অনেক বেশি।

চিকিৎসাশাস্ত্রে এই দ্বিতীয় মস্তিস্ককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। কারণ, এটি কেবল আমাদের খাদ্যনালী থেকে শুরু করে মলদ্বার পর্যন্ত পরিপাকতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে না গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, মস্তিস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলেও এই দ্বিতীয় মস্তিস্ক শরীরকে সচল রাখতে সক্ষম।

এখানেই শেষ নয়, আমাদের মনের ওপরও রয়েছে এক আশ্চর্য রকম নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয় মস্তিস্ক নাকি আমাদের মানসিক অবস্থা এবং আচরণ দুটিই নিয়ন্ত্রণ করে।

আমাদের শরীরের প্রায় অর্ধেক ডোপামিন (ডোপামিন হলো একটিহরমোন এবং ক্যাটেকোলামাইন ও ফেনাথ্যালামিন পরিবারের একটি নিউরো ট্রান্সমিটার যা মানব মস্তিস্ক ও শরীরের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে দরকার হয়) এবং ৯০ শতাংশ সেরোটোনিন (সেরোটোনিন হলো মস্তিস্কের স্নায়ুকে সংযোগকারী একটি নিউরোট্রান্সমিটার, যার রাসায়নিক নাম ৫-হাইড্রক্সিট্রিপ্টামিন। রক্তনালিকায় রক্ত প্রবাহে সাহায্য করে এটি এবং মানুষের ভালো থাকার অনুভূতি দেয়। যেকারণে একে সুখানুভূতির হরমোনও বলা হয়। যদিও এটি হরমোন নয়, এটি একটি মনোএমাইন। অনেক উদ্ভিদ এবং ছত্রাকে সেরোটোনিন পাওয়া যায়) আসে কোলন থেকে। এখনো থাকা ব্যাকটেরিয়া হরমোন দু'টি ব্যবহার করে আমাদের ভালো থাকার অনুভূতি দেয়। আবার এই ব্যাকটেরিয়াগুলো মস্তিস্কে সরাসরি নির্দিষ্ট কিছু খাবারের চাহিদার কথা জানায়। অধ্যাপক এমেরান মায়ের বলেন, এইপ্রক্রিয়াটা এতো জটিল যে এর একমাত্র কাজ হলো কোলন পরিষ্কার রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা।তবে ব্যাকটেরিয়াগুলো কেবল ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে না, আমাদের মনের ওপর এদের প্রভাব রয়েছে। খাদ্যাভাসের জন্য যে কোনো বয়সী মানুষ বিষন্নতা এবং উদ্বেগে ভুগতে পারেন।গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকস্থলীর ব্যাকটেরিয়া আমাদের ব্যক্তিত্ব পাল্টে দিতে পারে। পাকস্থলীতে ব্যাকটেরিয়া ভালো থাকলে মানুষ অনেক বেশি ক্ষমাশীল এবং সামাজিক হয়ে ওঠে।

বয়ঃসন্ধিকালে অভিজ্ঞতা থেকে শেখায় মস্তিস্ক

কিশোর কিশোরীরা প্রায়ই তীব্র আবেগপ্রবণ হয়। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, মস্তিস্ক তাদের অভিজ্ঞত থেকে শেখায়, যা তাদের ভালোভাবে সাবালকত্ব অর্জনে প্রস্তুত করে তোলে।

কিশোর-কিশোরীরা প্রায়ই তীব্র আবেগপ্রবণ হয়। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, মস্তিস্ক তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখায় যা তাদের ভালোভাবে সাবালকত্ব অর্জনে প্রস্তুত করে তোলে।

গবেষণায় একটি ছবিভিত্তিক খেলায় টিনএজরা প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে ভালো করে। পরে স্ক্যান করে তাদের মস্তিস্কের কাজকর্ম উচ্চত্বরে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হাভার্ড কলম্বিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল এখন বয়ঃসন্ধিকালের সাধারণ পুরস্কার প্রত্যাশী আচরণ ভালো বা খারাপ ফলাফলের চেয়েও তাদের শেখাকে উত্তম করতে পারে কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

তারা ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৪১ জন টিনএজার ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সী ৩১ জন প্রাপ্তবয়স্ককে একটি ছবিভিত্তিক খেলায় অংশ নিতে বলেন। খেলা চলাকালে এমআরআইয়ের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রুপের কয়েকজনের মস্তিস্ক স্ক্যানিং করে দেখেন।

এ খেলায় টিএনজরা বয়স্কদের তুলনায় বেশি সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিল। স্মৃতিশক্তির এ পরীক্ষা প্রমাণ করে, তাদের বিস্তারিত স্মরণশক্তি ভালো ছিলো। কারণ, তারা যেসব প্রশ্ন বেছে নিয়েছিল, সেগুলোরই উত্তর সঠিকভাবে দিতে পেরেছিল।

গবেষণায় বলা হয়, এ পরীক্ষার ফলাফলে বোঝা যায়, তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বেশি ভালো শিখেছে - যা তাদের বাড়িতে বসবাস ও প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে স্বাধীনতা ভোগের জন্য ভালোভাবেই প্রস্তুত করবে।

গবেষকরা স্ক্যান রিপোর্ট পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেন, টিনএজদের মস্তিস্কের 'হিপ্পোক্যাম্পাস' ও 'স্ট্রিয়াটাম' নামক দু'টি অঞ্চলের ব্যবহার দেখতে পেয়েছেন। যেখানে বয়স্করা 'স্ট্রিয়াটাম' এর ব্যবহার বেশি করেছেন।

'হিপ্পোক্যাম্পাস' হচ্ছে মস্তিস্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র। মস্তিস্কের মধ্যাঞ্চলে এ কোষে স্মৃতি শ্রেণীবদ্ধভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। আর মস্তিস্কের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চ 'ট্রিয়াটাম' পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে, যা তাদের কর্ম ও পুরস্কার প্রাপ্তিরও সংযোগস্থল।গবেষকরা বলেন, কিশোর কিশোরীদের মস্তিস্কের 'হিপ্পোক্যাম্পাস' এর অন্যবদ্য ভূমিকা থাকে অনুসন্ধানে পাওয়া এ তথ্য বয়সন্ধিকালে তাদের শিক্ষার নতুন উপায় হতে পারে। 'কৈশোরে 'হিপ্পোক্যাম্পাস' শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী করে, যা তারা এর আগে পায়নি। এটি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে।

তারা বলেন, ক্রমবিকাশমান মস্তিস্কের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যেকার এই সংযোগ ব্যাখ্যা করে, কেন টিএনজরা বেশি ভালা করেছিল।

হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক জুলিয়েট ডেভিডো বলেন, এসব তথ্য বয়ঃসন্ধিকালে শিক্ষার নতুন নতুন উপায় গ্রহণেও তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে।

আপনি যদি কিছু ইতিবাচক বিষয় উপস্থাপন করেন, তাহলে সেটি বয়ঃসন্ধিকালে ভালো জিনিস মনে রাখা ও শেখার ক্ষেত্রে ভালো অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়ক হতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে তারা তাদের পরিবেশের প্রতি বেশি মনেযোগ দেয়, যা প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে আলাদা।

গবেষকরা এখন অন্য কোন কোন পরিস্থিতি বা অভিজ্ঞতা কৈশোরের মস্তিস্কে 'হিপ্পোক্যাম্পাস' ও স্ট্রিয়াটাম'কে সক্রিয় ও সংযুক্ত করে সেগুলোকে খুঁজছেন।

বিছানায় প্রস্রাব মানসিক সমস্যা

তুর্যের বয়স ৮। তবুও প্রায় রাতেই সে ঘুমোয় ঘোরে প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায়। আর এ নিয়ে তার মায়ের অনেক ভাবনা, বেশির ভাগ সময় রাতটা কাটে উৎকণ্ঠায়। কোথাও বেড়াতে গেলে রাতে থাকা হয় না লজ্জায়।

বাচ্চার এই সমস্যার জন্য অনেক হুজুর দেখনো হয়েছে, ঝাড় ফুঁক করানো হয়েছে, এমনকি তাবিজ কবজও দেওয়া হলো। নাহ কিছুতেই কোনো উন্নতি হয় না। কী যে হলো তুর্যের? কী এমন বদনজর লাগল ওর? কে এমন ক্ষতি করল? এরকম আরও কতো কতো দুশ্চিন্তা।

আসলে এই ধরনের সমস্যা কোনো বদনজর বা করো ক্ষতি করার কারণে হয় না, এটি একটি মানসিক সমস্যা।

সাধারণত, ৪-৫ বছর বয়সের মধ্যে একটি শিশু তার প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে ফেলে। কিন্তুকোনো কোনো সময় শিশুর এই বয়সের পরেও প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিশেষ করে রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায়।

এ সমস্যা মানসিক কারণ ছাড়াও শারীরিক কারণে হতে পারে। তাই শারীরিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হতে পারে না।

অনেক সময় শিশু নিজের অভ্যিক্তির মাধ্যমে প্রস্রাব করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, সেগুলো বোঝার চেষ্টা করুন এবং তাতে সাড়া দিন। রাতে নির্দিষ্ট সময় পর পর শিশুকে বাথরুমে নিয়ে যান এবং তাকে প্রস্রাব করার জন্য উৎসাহ দিন।

যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিছানায়প্রস্রাব করে এমন শিশুর জন্য নিয়ম নীতি মেনে চললে এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা গ্রহণ করলে শিশুর এ ধরনের সমস্যা ভালো হয়ে যায়।

যে শিশু যথেস্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও রাতে ঘুমালে বিছানা ভিজায় তাকে সন্ধ্যার পর অতিরিক্ত জল পান করাবেন না, রাতে তাকে ঘুম থেকে তুলে প্রস্রাব করাবেন।

যে রাতে সে বিছানা ভেজাবে না তার পরবর্তী সকালে তাকে ছোট কোনো উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করুন। হিসাব রাখুন মাসে কতদিন প্রস্রাব করে বিছানা ভেজায় আর কতদিন বিছানা ভেজায় না এবং যেকটি দিন প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় না তা হিসাব করে তাকে ছোট কোনো উপহার দিন। তাহলে শিশু খুশি হবে এবং বিছানাতে প্রস্রাব না করার জন্য উৎসাহ বোধ করবে এবং সেই সাথে তার মনোবলও বাড়বে। যদি তারপরও শিশু রাতে প্রস্রাব করে বিছানা ভিজায় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এধরনের সমস্যার জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা আছে যা অনেক কার্যকরী। এ রোগের জন্য কার্যকরী ওষুধ ও চিকিৎসা আছে। পরিবারের সদস্যদের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন শিশু কিশোরদের মানসিক সমস্যা এবধ ব্যাধি নিরাময়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

অ্যালার্জি মুক্ত রাখলেও দাঁতে নখ কাটা ভালো নয়

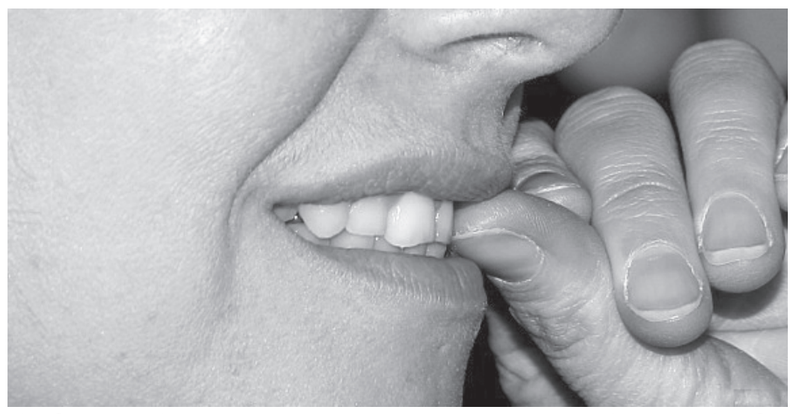

দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই রয়েছে। সাধারণত এটি একটি বদ অভ্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে শিশুকাল দাঁত দিয়ে নখ কাটার কিছু সুফলও রয়েছে এমন মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যেসব শিশুরা দাঁত দিয়ে নখ কাটে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মুখে রাখে পরবর্তী জীবনে তাদের অ্যালার্জি হয় না।

ইউনিভার্সিটি অবওটাগো'র গবেষকরা ১৯৭২-৭৩ সালে জন্ম নেওয়া ১ হাজার ৩৭ টি শিশুর বড় হওয়ার পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে এ মত দিয়েছেন। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

দাঁত দিয়ে নখ কাটলে নানা ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ হাত থেকে আমাদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে।

এর আগে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাপ্ত বয়সীরা দাঁত দিয়ে নখ কেটে থাকেন।

গবেষণায় উঠে এসেছে, ১৩ বছর বয়সীদের যাদের শিশুকাল থেকেএ দু'টি অভ্যাস রয়েছে তাদের ৩৮ শতাংশ সাধারণ অ্যালার্জি রয়েছে। অন্যদিকে ৪৯ শতাংশের কোনো অ্যালার্জি নেই। এর কারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন গবেষক হ্যানকক্স। তিনি বলেন, এই অভ্যাসকে উৎসাহিত করার কোনো কারণ নেই। তবে যাদের শিশুকাল থেকে এই অভ্যাস রয়েছে তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এসব শিশুরা বড় হওয়ার পরে তারা অ্যালার্জি মুক্ত। এমনকি অ্যাজমা ধরনের রোগও তাদের কম হয় না।

চোখের পলক কেন ফেলি?

গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম থেকে জাগার পর থেকে ফের ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পুরো সময় অধিকাংশ মানুষ প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ২৫ বার চোখের পলক ফেলে। অর্থাৎ ঘন্টায় চোখের পলক ফেলে ১,২০০ বার। কিন্তু অমরা অনেকেই জানি না, চোখ খোলা বা বন্ধ থাকলে কি হয়!

চোখের মণি পরিস্কার এবং চোখেরআদ্রতা ধরে রাখতে আমরা পলক ফেলি। এর বাইরেও কিছু শারীরিক এবং মানসিক বিষয় খুঁজে বের করেছেন গবেষকরা।

দৃস্টি সুনির্দিষ্ট করতে

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গবেষণায় উঠে এসেছে কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে আমরা চোখের পলক ফেলি। এতে আমাদের দৃষ্টি সুনির্দিষ্ট হয়। 'আমাদের চোখের পেশিগুলো তেমন সতর্ক নয়। ক্রমাগতভাবে আমাদের চোখ বাইরে থেকে তথ্য নিয়ে মস্তিস্কে পাঠায়। পলক ফেললে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়" বলেন প্রধান গবেষক গেরিট মস।

তিনি আরও বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে চোখের পলক ফেলার আগে এবং পরে আমাদের দৃষ্টিতে পার্থক্য হয়। একই সঙ্গে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়। তথ্য সমন্বয় করতে একটু পেছনের কথা, গত বছরের আগস্ট মাসে জার্মানির এক বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় আবিষ্কার করেন আমাদের চোখের নড়াচড়ায় মস্তিস্ক তথ্য সমন্বয় করে। বিষয়টি এতোদিন সম্পূর্ণ অজানা ছিলো আমাদের কাছে। পরিবর্তন লক্ষ্য করতে

চোখের পলক ফেলার পরই আমরা নতুন বিষয় লক্ষ্য করি। পলক ফেললে আমাদের স্নায়ুতে নতুন সংকেত যায়। এভাবে আমাদের সামনে থাকা বিষয়গুলোর মধ্যে নতুন কিছু লক্ষ্য করি আমরা, যা হয়তো সামনে থাকার পরও লক্ষ্য করা হয়নি।

৫ মিনিটেই ভ্যানিস করুন চোখের তলার কালি

চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়া। এ এক ভয়ঙ্কর সমস্যা মেয়েদের। চোখের কোলে কালি এক মুহূর্তে নঠ করে দিতে পারে সমস্ত সৌন্দর্য। কিভাবে মুণ্ডি পাবেন এই চোখের কোলের কালি থেকে?

শুধু মেয়েরাই নন, ছেলেরাও এখন ভুগছেন চোখের কোলের কালির সমস্যায়। এই চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। সাধারণ আমরা ভেবে থাকি যে, ঘুম কম হওয়ার জন্য চোখের কোলে কালি পড়ে যায়। কিন্তু শুধু এই একটাই কারণ নয়। ডার্ক আই সার্কেল' বা চোখের কোলে কালি পড়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। অ্যালার্জি, ডায়াবিটিস , অ্যানিমিয়া, অতিরিগু কাজের চাপ, এগজিমা, অতিরিগু ঘুম, প্রভৃতি এরকম অনেক কারণের জন্য চোখের কোলে কালি পড়তে পারে।

এমনকি খুব কাঁদলে কিংবা খাবারে বেশি পরিমাণে নুন কিংবা অতিরিগু পরিমাণে অ্যালকোহল বা ধূমপান করার জন্যেও এই সমস্যা দেখা দেয়। একবার চোখের কোলে কালি পড়ে গেলে তা কমানো খুবই কষ্টকর কাজ। বাজারে প্রচুর প্রোডাক্ট বিক্রি হয়। কিন্তু তাতে আপনি খুব একটা উপকার পাবেন না। কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে এমন একটি উপায়রয়েছে, যাতে খুব কম সময়ে আপনি চোখের কোলের কালিরমতো স্থায়ী সমস্যা থেকে মুণ্ডি পেতে পারেন।

আপনার বাড়িতে খাবার সোডা রয়েছে নিশ্চয়ই? তাহলে এক চামচ খাবার সোডা জলে গুলে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এবার সেই পেস্ট আপনার চোখের কোলে ভালো করে লাগিয়ে দিন। ৫ থেকে ১০ মিনিট সেই পেস্ট রেখে দিন। পেস্টটি শুকিয়ে গেলে একটা নরম কাপড় বা টিস্যু পেপার দিয়ে হালকা হাতে পেস্টটি তুলে দিন। এরকমভাবে কয়েকদিন বেকিং সোডা ব্যবহার করলেই দেখবেন আপনার চোখের তলার কালি ভ্যানিস হয়ে গিয়েছে।

স্বীকৃত রোগের তালিকায় ঢুকছে ভিডিও গেমস আসক্তি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) চিহ্নিত 'ব্যাধির' তালিকায় ঢুকতে যাচ্ছে ভিডিও গেমস আসক্তি। বিশেষজ্ঞরা ইলেক্টনিক গেমসের মধ্যে আসক্তির ঝুঁকি শনাক্ত করায় 'গেমিং ডিজঅর্ডার' নামে এ ব্যধি হু'র ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অব ডিজিজ'র (রোগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত শ্রেণী বিন্যাস, আইসিডি) ১১ তম সংস্করণে স্থান পেতে চলেছে।

শুক্রবার জেনেভায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বিষয়টি উপস্থাপন করেন হু'র মুখপাত্র তারিক জাসারেভিক। বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার ভিত্তিতে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির শ্রেণীবিন্যাস ও তালিকাভুক্তির নেতৃত্ব দেয় হু। তাদের আইসিডির ১১ তম সংস্করণ প্রকাশ হচ্ছে চলতি বছরের জুলাইতে। 'গেমিং ডিজঅর্ডার' বলতে হু'র বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ডিজিটাল অথবা ভিডিও গেমিং প্ল্যাট ফর্মের একটি বিশেষ আচরণগত বৈশিষ্ট্য, যা মানুষের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের তুলনায় গেমিংকে বেশি প্রাধান্য দেয়। এর আরেকটি লক্ষণ হিসেবে বলা হচ্ছে, নেতিবাচক পরিণতি ঘটার পরেও গেমস খেলা চালিয়ে যাওয়া বা গেমস খেলার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া।হু'র মুখপাত্র বলেন, কেউ একজন যদি এক বছর ধরে গেমসের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণবোধ কড়েন, তবে তিনি এই গেমিং ডিজঅর্ডারে' আক্রান্ত বলে মনে করা হবে। তারিখ জাসারেভিক বলেন, গেমি ডিজঅর্ডা একটি নতুন ব্যাধি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে। যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ না থাকলেও বিশেষজ্ঞরা এটাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বে অনেকেই আছে, যারা এ সমস্যা থেকে মুক্তি চায়।

আপনি দিবাস্বপ্নে আসক্ত?

স্বপ্ন কেবল রাতঘুমে নয়, জেগে জেগে দিনেও দেখা যায়! প্রতিটি মানুষই দিবাস্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। কিন্তু কিছু বিশেষজ্ঞ বলছেন, যদি দিনে স্বপ্ন হার বেশি হয় এবং তা আপনার প্রাত্যহিক জীবন যাপনকে বাধাগ্রস্ত করতে শুরু করে, তাহলে বুঝতে হবে, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করার সময় এসে গেছে।মনোবিজ্ঞান এ বিষয়টিকে বলছে 'ম্যালাডাপটিভ ডেড্রিমিং'।

কিভাবে বুঝবেন, আপনি দিবাস্বপ্নে আসক্ত এবং এর ঝুঁকি কি কি? বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, প্রথমেই একটি বিষয় আপনাকে গুরুত্বের সঙ্গে বুঝে ফেলতে হবে। তা হলো, 'ডেড্রিমিং' নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। শুধু তাই নয়, বিষয়টি স্বাভাবিক এবং কখনও কখনও বরং স্বাস্থ্যকর।

সাইকোলজি টুডে'র মতে, ৯৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাদের প্রাত্যহিক স্বপ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। যদিও বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি, কেন আমরা স্বপ্ন দেখি। অনেক মনোবিজ্ঞানী কারণ হিসেবে বলছেন, আমাদের আচারণ ব্যবহার মস্তিষ্ককে কাজ করতে সহায়তা করে। একইসঙ্গে যখন আমাদের বাইরে থেকে প্রেরণার প্রয়োজন হয়, তখন কাজের দিকে ধাবিত হতে মস্তিষ্ককে তৈরি করে। দিবাস্বপ্ন এর অংশ হতে পারে।

তবে ভিন্ন মত দিচ্ছেন ইসরায়েলের হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী সোমার ।তিনি বলেছেন, অতিমাত্রায় দিবাস্বপ্ন দেখা মনস্তাত্বিক অসঙ্গতি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। জানা গেছে, ডেড্রিমারসরো দিনের অধিকাংশ সময় স্বপ্ন দেখেই কাটিয়ে দেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে সোমার বলেন, ৫৭ শতাংশ সময়ই তারা বয়ে করে ফেলেন এভাবে। শুধু তাই নয়, তারা নানা ধরনের স্বপ্ন দেখেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের স্বপ্ন বড় হয় না। প্রেরণাদায়ক কিছু যে তারা দেখেন, এমনটিও নয়। কখনও কখনও তাদের স্বপ্নে হাজির হয় কল্প বা ঐতিহাসিকচরিত্র, সেলিব্রিটি এবং ব্যক্তি নিজেকে সফলতার যে চূড়ায় দেখতে চান স্বপ্নে নিজেকে সেই চরিত্রে দেখতে পান।ব্যক্তি ভেদে স্বপ্নের বিষয়বস্তুর পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, তাদের স্বপ্ন মূলত বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ হয়। যেমন, তিনি লটারি জিতেছেন।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল অনুযায়ী, ম্যালাডাপটিভ ডেড্রিমারদের ক্ষেত্রে অ্যাটেনশান- ডেফিসিট এবং অবসেসিভ- কমপালসিভ সিম্পটমে আক্রন্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। জ্যাকসনভাইলের ২৭ বছর বয়সী রাচেল বেনেট বলেন, 'যদিও আমি দিনের অধিকাংশ সময় ঘরে থাকতাম, কিন্তু দিবাস্বপ্নে বাইরেই থাকতাম বেশি।'

সোমার আরও বলছেন, জীবনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে নিজেকে আড়াল করতে বা কঠিন কোনা বাস্তবতা থেকে পালানোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ম্যালাডাপটিভ ডেড্রিমিং হতে পারে।

বেটি বাঁচার বেটি পড়াও কর্মশালার উপর রবিবার একদিনের কর্মশালা আয়োজিত হয় রাজধানীতে। ছবি- নিজস্ব।

মাথাভাঙায় পথ দুর্ঘটনা, পিকআপ ভ্যানের চালক সহ আহত ছয়জন

মাথাভাঙা, ২ জুন (হি.স.) : রবিবাসরীয় সকালে মাথাভাঙায় পথ দুর্ঘটনা ঊ এদিন সকালে মাথাভাঙা-১ ব্লকের শিকারপুরে এই পথ দুর্ঘটনায় জখম হন ছয়জন। তাঁদের গুরুতর আহত অবস্থায় মাথাভাঙা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

মাথাভাঙা থানার শিকারপুরে বিডিও অফিসের কাছে পথ দুর্ঘটনা ঊ রবিবার সকাল দশটা নাগাদ শিকারপুরে বিডিও অফিসের কাছে একটি এনবিএসটিসি-র বাসের পিছনে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক।

বাসটি কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিল। ট্রাকের ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি উলটো দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানে ধাক্কা দেয়।

মুখোমুখি ধাক্কায় জখম হন পিকআপ ভ্যানের চালক জগেশ্বর হালদার। জখম হন বাসের পাঁচ যাত্রীও। তাঁদের গুরুতর আহত অবস্থায় মাথাভাঙা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। ওই ঘটনার পর মাথাভাঙা-শিলিগুড়ি রোডে বেশ কিছুক্ষণ যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাসের কন্ডাক্টর অভিজিৎ সিংহ জানান, বিডিও অফিসের কাছে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়া রয়েছে।

সেই ব্যারিকেড পেরিয়ে যাওয়ার সময়ই বাসের পিছনে ট্রাকটি ধাক্কা মারে। ঘটনার জেরে রাস্তায় সাময়িক যানজট দেখা দেয়। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ছত্তিশগড় থেকে ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করলো পুলিশ, গ্রেফতার ৩

রায়পুর, ২ জুন (হি.স.) : ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে, ছত্তিসগড়ের মহাসামুন্ড জেলায়। রবিবার পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

ছত্তিসগড়ের মহাসামুন্ড জেলা থেকে শনিবার সন্ধ্যায় ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করলো পুলিশ। ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় পুলিশ ছত্তিসগড়ের মহাসামুন্ড জেলায় টহল দেওয়ার সময় একটি গাড়ি থেকে নিষিদ্ধ মাদকসহ কিছু টাকা উদ্ধার করে।

মহাসামুন্ডের সুপারিটেনডেন্ট অফ পুলিশ সন্তোষ সিং জানিয়েছেন, নিষিদ্ধ বস্তু রায়পুর থেকে ওডিশায় পাচার করা হচ্ছিল। ছত্তিসগড়ের মহাসামুন্ড জেলায় জাতীয় সড়ক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার সন্ধ্যায় টহল চালিয়ে নিষিদ্ধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে।

গাড়ির তল্লাশি চালিয়ে ৩০০ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। প্রত্যেকটি প্যাকেটের ওজন ১ কেজি। ঘটনায় গাড়ির চালক ও তার দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ আরও জানিয়েছে, গাঁজার প্যাকেটগুলি পাস্টিকের ব্যাগে প্যাক করা অবস্থায় সবজি রাখার কন্টেনারে রাখা ছিল।ধৃত দের নাম, কারণ লাহারে (২১), চালক জয়সিং সাতনামী (৩৩), রামলাল ভার্মা (২৯). পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।সিং জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যায় তিনটি মোবাইল ফোন, ২,৯০০ টাকা এবং গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনায় একটি মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

চিরাঙে পুলিশের জালে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও নগদ টাকা-সহ ধৃত দুই যুবক

চিরাং (অসম), ২ জুন (হি.স.) : চিরাং জেলার বাসুগাঁও এলাকা থেকে দুই যুবককে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র এবং নগদ টাকা-সহ আটক করেছে যৌথ বাহিনী। আটক দুই যুবককে ফরমান আলি এবং মফিজুল ইসলাম বলে পুলিশ পরিচয় পেয়েছে।

চিরাং থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, এক নির্ভরযোগ্য গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার ভোরে ১৫ নম্বর গারোয়াল রাইফলস-এর এক দল নিয়ে তাঁরা যৌথ অভিযান চালান বাসুগাঁও এলাকায়। ওই অভিযানে প্রথমে ফরমান আলি এবং মফিজুল ইসলামকে আটক করা হয়। এর পর তালাশি চালিয়ে তাদের হেফাজত থেকে একটি দেশী পিস্তল, পাঁচ রাউন্ড সক্রিয় গুলি এবং ৫৫ হাজার নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উদ্ধারকৃত পিস্তল ও গুলি দুই যুবক বাসুগাঁওয়ে বিক্রি করতে এনেছিল বলে পুলিশের জেরায় তারা স্বীকার করেছে বলে জানান তদন্তকারী অফিসার। তবে পিস্তল ও বুলেটগুলি তারা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে, আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচায় তাদের সঙ্গে আর কে কে জড়িত, কীভাবে অবৈধ এই কারবারের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়েছে, সে-সব যাবতীয় বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে বলে পুলিশ অফিসারটি জানিয়েছেন।

ফল প্রকাশের পরেই তৃণমুল নেতার বাড়িতে হামলা

হুগলি, ২ জুন (হি.স.): গুড়াপে তৃণমূল কংগ্রেস করবার অপরাধে তৃণমূলের জয়ন্ত হাজরা নামে গুড়াপের তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা ঘরছাড়া।

লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবার পর থেকেই তিনি ঘরছাড়া। এলাকার বাসিন্দা ও গুড়াপের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। ঘড় ছাড়া জয়ন্ত হাজরা ও তার পরিবারের সদস্যরা লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হবার পর তার বাড়িতে বেশকিছু বিজেপির মহিলা সংগঠনের নেত্রী ও কর্মীরা এসে বাড়িতে ভাঙচুর ও হামলা চালায়। তাদের মারধোর করা হয়। ছয়ের পাতায়

পলাতক জঙ্গিরা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে

ঢাকা, ২ জুন(হি.স.): জঙ্গিবাদকে অন্যান্য অপরাধের মতো আইনী সহায়তা দিলে তা আত্মঘাতী হবে বলে মন্তব্য করেছেন র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের (র‍্যাপ) মহাপরিচালক (ডিজি) বেনজীর আহমেদ। জঙ্গিবাদকে ভিন্নভাবে দেখতে আইনজীবীদের প্রতি অনুরোধও জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার সকালে রাজধানীর কাওরানবাজারের র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে নেওয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়ে জানাতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অনুরোধ জানান।

এদিকে আওয়ামি লিগের সভাপতিম সদস্য ও ১৪ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, দেশে জঙ্গিবাদ নিঃশেষ হয়ে যায় নি, যে কোনও সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এখন আমরা আবার নতুন করে জঙ্গিবাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। আবারও মানুষ হত্যা করার জন্য ডাক দেওয়া হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকায় পুলিশকে লক্ষ্য করে দুটি হামলার ঘটনায় আইএসের নামে বার্তা আসার প্রেক্ষাপটে গতকাল আওয়ামি লিগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

র‍্যাব মহাপরিচালক দেশবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জামিনে পলাতক জঙ্গিরা আবারও সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে। তবে সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই, তারা বেশিদিন এই তৎপরতা চালাতে পারবে না।

তিনি বলেন, হলি আর্টিসানে জঙ্গি হামলার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৫১২ জন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ৩০০ জন জামিনে আছেন, যাদের অধিকাংশই পলাতক। এই সূত্র ধরেই আইনজীবীদের উদ্দেশে বেনজির বলেন, টাকা দিলেই জঙ্গিদের পক্ষে আদালতে দাঁড়াবেন না।

চুরি-ডাকাতি, ছিনতাইয়ের মতো অন্য ৮-১০টি অপরাধের মতো জঙ্গিবাদকে দেখবেন না, দেখলে তা হবে আত্মঘাতী। জঙ্গিরা আদালতেও হামলা করেছে, কেউ তাদের আওতার বাইরে নয়। আপনারা যাদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে জামিনের ব্যবস্থা করেছেন, তাদের আবার কোর্টে হাজির করেন, সমস্যা নেই। কিন্তু তারা প্রায় সবাই পলাতক। তাই আপনাদের প্রতি অনুরোধ, জঙ্গিদের বিষয়টাকে আপনারা ভিন্নভাবে দেখবেন।

আইনের ফাঁক দিয়ে জঙ্গিরা বের হয়ে যাচ্ছে কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আইনের কোনও সমস্যা নেই, আইন প্রয়োগে সমস্যা থাকতে পারে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জঙ্গি হামলার আশঙ্কা সম্পর্কে র‍্যাপ প্রধান বলেন, বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় তিন পর্যায়েই জঙ্গি হামলার ঝুঁকি রয়েছে। তবে নিজস্ব গোয়েন্দাদের পাশাপাশি অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বয়ে আমাদের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

অপ-তৎপরতা বা যেকোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগে প্রস্তুত থাকার কথাও জানান তিনি।

ঈদকালীন নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি বলেন, রমজানের শুরু থেকেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো ঘিরে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

রাজধানীর বাস-ট্রেন ও লঞ্চ টার্মিনালে ১৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। দেশজুড়ে ৪২টি স্থানে র‍্যাপের নজরদারি রয়েছে। জাতীয় ঈদগাহসহ রাজধানীতে পাঁচশতাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে তিনি বলেন, রাজধানী ছাড়াও শোলাকিয়া, দিনাজপুরসহ সবকটি বড় ঈদ জামাতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ সক্ষমতা দিয়ে ঈদ উতবটি নিরাপদ করার ব্যবস্থা করা হবে। দেশজুড়ে র‍্যাপের সর্বোচ্চ উপস্থিতি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হচ্ছে। ঈদে ফাঁকা শহরগুলোতে যে কোনও অপরাধ রুখতে আমাদের আলাদা পরিকল্পনা রয়েছে।

চিরাঙে পুলিশের জালে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ আটক মুসলিম মৌলবাদী দুই কট্টর সদস্য

চিরাং (অসম), ২ জুন (হি.স.) : চিরাং জেলার বাসুগাঁও এলাকা থেকে দুই যুবককে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র এবং নগদ টাকা-সহ আটক করেছে যৌথ বাহিনী। আটক দুই যুবককে ফরমান আলি এবং মফিজুল ইসলাম বলে পুলিশ পরিচয় পেয়েছে। তারা নিষিদ্ধ মুসলিম ফান্ডামেন্টাল অর্গানাইজেশন (এমএফও)-এর কট্টর সদস্য।

চিরাং থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, এক নির্ভরযোগ্য গোপন সূত্রে সেনা গোয়েন্দাদের কাছে খবর ছিল বাসুগাঁও এলাকায় কতিপয় মুসলিম মৌলবাদী সন্ত্রাসি ঘাঁটি গেড়েছে। গোপন ওই তথ্যের ভিত্তিতে আজ রবিবার ভোরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৫ নম্বর গারোয়াল রাইফলস-এর একদল চিরাং থানার পুলিশবাহিনী নিয়ে যৌথ অভিযান চালানো হয় বাসুগাঁও গ্রামের নির্দিষ্ট ঘাঁটিতে।

ওই অভিযানে প্রথমে ফরমান আলি এবং মফিজুল ইসলামকে আটক করা হয়। এর পর তালাশি চালিয়ে তাদের হেফাজত থেকে একটি দেশী পিস্তল, পাঁচ রাউন্ড সক্রিয় গুলি এবং ৫৫ হাজার নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত দুই মৌলবাদী সদস্যের বাড়ি সিঁধলি থানার অন্তর্গত মোজাবাড়ি গ্রামে।

উদ্ধারকৃত পিস্তল ও গুলি দুই যুবক বাসুগাঁওয়ে বিক্রি করতে এনেছিল বলে পুলিশের জেরায় তারা সাফাই দিয়েছে বলে জানান তদন্তকারী অফিসার। তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে পিস্তল ও বুলেটগুলি তারা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে, আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচায় তাদের সঙ্গে আর কে কে জড়িত, কীভাবে অবৈধ এই কারবারের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়েছে, সে-সব যাবতীয় বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে বলে পুলিশ অফিসারটি জানিয়েছেন।

তবে এরা যে মুসলিম ফান্ডামেন্টাল অর্গানাইজেশনের কট্টর সদস্য সে-সম্পর্কে ইতিমধ্যে পুলিশ উদ্ধারকৃত আপত্তিজনক নথিপত্র থেকে নিশ্চিত হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশের দাবি, ধৃত ফরমান আলি ছয়ের পাতায়

হাওড়া-খড়গপুর শাখায় ট্রেন বাতিল, শিয়ালদহ শাখায় ট্রেন চলাচল ব্যাহত

কলকাতা,২ জুন (হি.স):আজ, রবিবার হাওড়া শাখায় বেশ কয়েকটি লোকাল এবং দূরপাল্লার ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেল । রেল সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দিনভর ধরে ওই শাখায় পাওয়ার ব্লকের কাজ চলবে ।তার জেরে আপাতত বেশ কয়েকটি লোকাল এবং দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল হয়েছে । সাধারণত এই শাখায় ট্রেন পেতে প্রতিদিনই ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা । রবিবার ভোগান্তি আরও বেড়েছে ।

হাওড়ার পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগরেও রবিবার সকালে ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল । শ্যামনগরে ঢোকার মুখে মা তারা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায় । প্রচণ্ড শব্দ করে বন্ধ হয়ে ট্রেন । যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন । তবে কারও কোনও বিপদ হয়নি । স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে খবর পৌঁছায় রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে । যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় ট্রেনটির ইঞ্জিন মেরামতির কাজ ।তার জেরে ৩ নম্বর রেললাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় । এরপর ১ নম্বর রেললাইন দিয়ে অন্যান্য ট্রেনগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়াও হয় । ব্যাহত হয় পুর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখায় ট্রেন চলাচল । মা তারা এক্সপ্রেসে সঙ্গে অন্য একটি ইঞ্জিন জুড়ে দেওয়া হয় । ঘণ্টাখানেক পর মা তারা এক্সপ্রেস শ্যামনগর স্টেশন ছেড়ে চলে যায় ।

পাওয়ার ব্লকে কাজের জন্য রবিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মোট ১১টি খড়গপুর-হাওড়া লোকাল বাতিল করা হয়েছে । এছাড়াও বাতিল করা হয়েছে হাওড়া-দিঘা এসি ট্রেন । বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে । তার মধ্যে রয়েছে ভদ্রক-হাওড়া প্যাসেঞ্জার, আদ্রা-হাওড়া প্যাসেঞ্জার । এছাড়াও ৬টি এক্সপ্রেস ট্রেনের সময় বদল করা হয়েছে ।

পুলিশের আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.) : দেশের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষায় পুলিশের আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যান ন্যাশনাল পুলিশ মেমোরিয়ালে। শহিদ পুলিশ অফিসারদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ৫৪ বছরের অমিত এদিন সাদা কুর্তা ও কালো জ্যাকেট পড়ে শীর্ষ পুলিশ কর্তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে শহিদ পুলিশ অফিসারদের স্যালুট জানান। স্মৃতিশৌধতে মাল্যদান করেন।

দ্বিতীয় মোদী সরকারের তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দেশের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ভার তাঁর উপর। আর এই আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের কাজ যারা করেন সেই পুলিশের আত্মত্যাগকে সম্মান জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন অমিত শাহ।

গত বৃহস্পতিবার শপথ গ্রহণের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখা যান ন্যাশনাল ওয়ার মিউজিয়ামে। সেখানে শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তারপর ক্ষমতায় আসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জওয়ান আধাসেনা ও পুলিশদের খুশি করতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মোদী প্রাইম মিনিস্টারস স্কলারশিপ স্কিমে বৃত্তির টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আগে এই স্কলারশিপ থেকে দু'হাজার টাকা মিলত। সেটা বাড়িয়ে আড়াই হাজার করা হয়েছে। মেয়েদের জন্য করা হয়েছে তিন হাজার টাকা। এতদিন এই স্কলারশিপ শহিদ সেনা ও আধাসেনাদের সন্তানদের জন্য সীমিত ছিল। এবার তাতে যোগ দিল শহিদ পুলিশের সন্তানরাও। তাদের বাচ্চাদের জন্য পাঁচশো টাকা করে স্কলারশিপ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

যুবক খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য বাদুড়িয়ায়

বসিরহাট, ২ জুন(হি,স): অজয় মণ্ডল (৩৭) নামে এক যুবকের খুনের ঘটনায় রবিবার ভোর থেকে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বাদুড়িয়ার বাজিতপুর এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। পারিবারিক অশান্তির কারনে ওই যুবককে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান পুলিশের। খুনের ঘটনায় শোকের ছাঁয়া নেমে আসে যুবকের পরিবারে। বাদুড়িয়া বাজিতপুর পঞ্চায়েতের রাজবংশী গ্রামের বাসিন্দা গোবিন্দ মন্ডল এর ছেলে অজয় মণ্ডল পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। প্রতিদিনের মতো রবিবার ভোর চারটে নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন মাছ কিনতে। কিন্তু বাড়ি থেকে মাত্র আধ কিলোমিটার দূরে একটি কালভাটের পাশেই খুন করা হয় তাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে মাছের হাড়ি ও সাইকেল এর পাশেই ছেলের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান বলে জানান মৃতর বাবা গোবিন্দ মন্ডল। জানা যায় ঘটনার বেশ কিছু আগে থেকেই ওই এলাকায় দেখা গিয়েছিল কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তিকে। তারাই এই খুনের সঙ্গে জড়িত বলে অনুমান গ্রামবাসীদের। খুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে যুবকের মৃতদেহটি উদ্ধার করে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহের পাশ থেকে ধারালো দা ও তার কাছে থাকা ব্যবসার সমস্ত টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। জানা যায় মৃত অজয় মণ্ডল সক্রিয়ভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে ওঠাবসা ছিল তার। আর তাই বিজেপি করার জন্যই তাকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন বাদুড়িয়ার ২০২ নম্বর বুথের বিজেপি নেতা শেখ আব্দুস সেলিম। যদিও অজয় মণ্ডলের খুনের ঘটনার সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই বলে দাবি করে বাদুড়িয়ার তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের সদস্য কবিদাস সরদার বলেন, 'অজয় আমাদেরই সমর্থক ছিল তবে এখন কি করে জানি না। কি কারণে তাকে খুন করা হলো তা জানতে খুব তাড়াতাড়ি তদন্ত করে বের করতে বলা হয়েছে পুলিশকে'। অজয় মণ্ডল খুনের ঘটনায় সঠিক কোনো কারণ উঠে না আসলেও প্রাথমিকভাবে পারিবারিক কোনো কারণে তাকে খুন হতে হয়েছে বলে জানান বসিরহাটের পুলিশ সুপার কে শবরী রাজকুমার।

নাবালিকা গৃহবধূকে বিষ খাইয়ে খুনের অভিযোগ

কলকাতা,২ জুন (হি.স): নাবালিকা গৃহবধূকে বিষ খাইয়ে খুনের অভিযোগ উঠল তাঁরই স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নিউটাউনের পাথরঘাটায়। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে কাশিপুর থানার পুলিশ।

এবছরের মার্চ মাসে বাড়ির অমতে নিউটাউনের পাথরঘাটার বাসিন্দা প্রশান্তকে বিয়ে করে পূজা রায় (১৬)। পূজার পরিবারের দাবি বিয়ের কিছুদিন পরেই পূজা তাদের ফোন করে জানিয়েছিল শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার উপর মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার চালাচ্ছে। গতকাল বিকেলে প্রশান্ত পূজার বাবাকে ফোন করে জানায় যে, তার মেয়ের শরীর খারাপ। তাকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে হাসপাতালে যায় পূজার পরিবার। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারে তাদের মেয়ে মারা গেছে। এরপর প্রশান্তর উপর চড়াও হয় পূজার পরিবারের লোকজন। হাসপাতালের সামনেই মারধর করা হয় তাকে। হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে পূজার। কাশিপুর থানায় গতকাল রাতে অভিযোগ দায়ের করেছে পূজার পরিবার। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। রবিবার অভিযুক্ত স্বামী প্রশান্ত মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

রাজস্থানে পুরনো শত্রুতার জেরে খুন বছর ১৯ এক যুবক

কোটা, ২ জুন (হি.স.) : পুরনো শত্রুতার জেরে রাজস্থানে কোটায় খুন বছর ১৯ এক যুবক। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। যদিও এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

শনিবার রাত ১০টা নাগাদ কোটার গোবারিয়ার বাওয়ান্ডির বাসিন্দা অজয় গিরি বাবার মদের দোকান থেকে ফিরছিল। সেই সময় তার উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় পাঁচজন দুষ্কৃতি। অজয়কে কোপানোর পর ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় ওই দুষ্কৃতির দল। স্থানীয়দের তৎপরতায় অজয়কে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। নিহতের বুকে গভীর ক্ষত ছিল বলে জানিয়েছে অনন্তপুরা থানার স্টেশন হাউজ অফিসার নরেন্দ্র পারেক। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মৃতের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান পুরনো শত্রুতার জেরে খুন হতে হয়েছে বছর ১৯-এর অজয় গিরিকে।

নয়ডায় চারতলা বহুতলে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের ৬টি ইঞ্জিন

নয়ডা, ২ জুন (হি.স.) : নয়ডায় বহুতলে বিধ্বংসী আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের ৬টি ইঞ্জিন। শনিবার রাতে নয়ডার সেক্টর ৫১-এর হোশিয়ারপুরে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। শনিবার রাত ১০টা ৩০মিনিট নাগাদ হোশিয়ারপুরের শর্মা মার্কেটের বাজার এলাকায় চারতলা বহুতল থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ও ঘন কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর দেওয়া হয় দমকলকে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ছয়টি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে গোটা এলাকাটি ঘিরে ফেলে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয় দলকল। কি কারণে আগুন লেগেছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও কয়েক লক্ষ টাকার আসবাব ও পণ্য পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বাজার এলাকাটি জনবহুল হওয়ার কারণে আগুন ছড়িয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু যথা সময়ে দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য শুক্রবার সেক্টর ৬৩ শিল্পতালুকে ট্রান্সফরমারে আগুন লেগে যাওয়ার কারণে ১০ টি গাড়ি একেবারে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

এবার বক্স বাজিয়ে জয় শ্রী রাম ধ্বনি দিয়ে পদযাত্রা বিজেপির

হুগলি, ২ জুন(হি.স.): হুগলি জেলার পোলবায় তৃণমূল নেতারা হুমকি দেয় এলাকায় থাকতে গেলে জয় শ্রীরাম বলা যাবে না। তারই প্রতিবাদ জানাতে বরিবার সকাল ১১টা নাগাদ পোলবার আখনা মোর থেকে বক্সে জয় শ্রীরাম গান চালিয়ে উল্লাস মিছিল বার করল বিজেপি।

রবিবার প্রায় ২০০ বিজেপি কর্মীদের নিয়ে এই মিছিল শুরু হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেয় হুগলি জেলা বিজেপি ওবিসি মোর্চার সাধারন সম্পাদক সুরেশ সাউ ও সহ সভাপতি রাজীব নাগ, মন্ডল সভাপতি বিমল রায়। এদিন এবিষয়ে সুরেশ সাউ বলেন, যেখানেই তৃণমূল এমন ধরনের ঘটনা ঘটাবে উ সেখানেই আমরা এই ভাবেই প্রতিবাদ জানাবো। এমনকি দরকার পরলে তাদের বাড়ির সামনে দুটো বক্স চালিয়ে দেবো যার মধ্যে সারা দিন জয় শ্রীরামের গান চলবে।

রাজধানী ঢাকায় ছুটির আমেজ, অর্ধেক মানুষ গ্রামে ছুটেছেন

ঢাকা, ২ জুন(হি.স.): ঈদের বাকি সম্ভবত আর দুদিন। যদি মঙ্গলবার চাঁদ দেখা যায় তাহলে বুধবারই ঈদ। কিন্তু এর মধ্যে ছুটির আমেজ গ্রাস করেছে রাজধানীকে। কার্যত ছুটি শুরু হয়ে গিয়েছে শুক্রবার থেকে, মাঝখানে আগামিকাল সোমবার একদিন অফিস খোলা। কিন্তু এই একদিনও নৈমিত্তিক ছুটি 'ম্যানেজ' করে কর্মস্থল ছেড়েছেন বহু মানুষ। জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড আরবানাইজেন প্রসপেক্টের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের রাজধানীর বর্তমান জনসংখ্যা ১ কোটি ৭০ লাখ। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার আগে এই ভূখন্ড অর্থাত ততালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ১৮ লাখ। বর্তমানে এই শহরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাস করেন ৪৫ হাজার মানুষ। বিশ্বের শহরের জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে ঢাকা এক নম্বরে। প্রতি ঈদেই এই শহরের প্রায় অর্ধেক মানুষ গ্রামে কিংবা ঢাকার বাইরে মফস্বল শহরে ছুটে যান নিজ বাড়িতে ঈদ করতে। শুক্রবার থেকে তিনদিনে সিংহভাগ মানুষ ঢাকা ছেড়েছেন।

রাজধানীতে রবিবার যানজট নেই। তবে শপিং মলগুলোতে এখনও উপচে পড়া ভিড়ের কারণে ওই এলাকাগুলোতে ভিড় আছে। শেষ মুহূর্তের ঈদের সওদা, যারা এখনও ঢাকা ছাড়েননি তারা বাজার সেরে নিচ্ছেন। যারা রাজধানীতেই ঈদ করবেন তাদের অনেকে বাজার সেরে ফেললেও ঢাকার মূল বাসিন্দাদের একাংশ চাঁদরাতের কেনাকাটার জন্যে অপেক্ষা করেন। চাঁদরাত মানে ঈদের আগের রাত, যেদিন সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে ঈদের খুশি ছড়িয়ে দেবে। এই ঢাকাবাসীরা মনে করেন চাঁদরাতের কেনাকাটায় পূণ্য আছে। বাজারের অবস্থা বলা হয়নি, রাজধানীর বড় শপিংমলগুলো কয়েকদিন ঘুরে ধারণা পাওয়া গেছে, শাড়ি, থ্রি পিসে ভারত এগিয়ে। বাংলাদেশের শাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ভারত। এর মধ্যে অবশ্য বাংলাদেশের জামদানির চাহিদা বেশ ভালো। মিরপুরে জামদানি পল্লী জমে উঠেছে। থ্রি পিসে ভারতের পেছনে রয়েছে পাকিস্তান, থাইল্যান্ড। শিশুদের পোশাকে থাইল্যান্ড, মলয়েশিয়া। ছেলেদের পাঞ্জাবি বাংলাদেশের ফ্যাশন হাউসগুলো মাতিয়ে তুলেছে। নামিদামি শপিংমল গুলোর পাশাপাশি ফুটপাতের বাজারও রমজানের শুরু থেকে সরগরম। প্রতি বছরই দুর্ভোগ হয় বাড়ি যাওয়া নিয়ে। এবার তুলনামূলক কম মনে হয়েছে। বাস ও লঞ্চ যাত্রা নিয়ে তেমন অভিযোগ নেই। কিন্তু ট্রেন চলাচল সময়মতো করছে না, অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে বিস্তর। পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আজ বলেছেন, ঢাকা-চট্টগাম মহাসড়কসহ দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে ইতিহাসের সবচেয়ে আরামদায়ক ও স্বস্তির ঈদযাত্রা হচ্ছে এবার। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে ঢাকা থেকে দেড় ঘণ্টায় কুমিল্লা এবং চার ঘণ্টায় চট্টগ্রামে যানবাহন পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। গাজীপুর থেকে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ সড়ক চারলেনে উন্নীত হওয়ায় উত্তর জনপদের দুর্ভোগের অবসান হয়েছে। সড়ক-মহাসড়কের জন্য বাংলাদেশের কোথাও কোনও যানজট হচ্ছে না।

অশ্বিনী কুমার চৌবে

আটের পাতার পর

নেতৃত্বে জনগণের জন্য কাজ করে যাওয়ার শক্তি যাতে আমাদের থাকে সেই প্রার্থনাই করেছি। ভারতকে বিশ্ব শক্তিতে উন্নীত করতে ভগবান প্রধানমন্ত্রীকে শক্তি দিন।

উল্লেখ্য, ৩০ মে রাজধানী দিল্লির রায়সিনহা হিলসের রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে শপথ নেন অশ্বিনী কুমার চৌবে। তারপর এদিন মন্দিরে পুজো দিতে আসেন তিনি। আগামী ৯ জুন এই একই মন্দিরে পুজো দেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আলুওয়ালিয়া

আটের পাতার পর

জয় শ্রীরাম শ্লোগান প্রসঙ্গে রাজ্যের পরিস্থিতিতে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, 'মরণকালে মানুষ সনাতন ধর্ম পালনে রাম নাম বলার জন্য বলে। একটু গঙ্গাজল দেওয়ার জন্য বলে। ইসলাম ধর্মে মানুষ মরার পর হায়াত দাও বলে। জানি না মুখ্যমন্ত্রীর কেন দ্বিধা রাম নামে। জানি না মুখ্যমন্ত্রী কোনটা নিতে চাইছে, গঙ্গাজল না হায়াত। রাম নাম না আল্লার নাম। তবে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে সন্ত্রাস হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে মানুষ মূক-দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না। সংবিধান মূক-দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। জয় শ্রীরাম বললে যেভাবে গাড়ি থেকে নেমে ধমকাচ্ছেন। মানুষ এটা সহ্য করছে না।' শিল্পাঞ্চলে উন্নয়ন না হলে তৃণমূল বিজেপি সাংসদদের ঘেরাও করার যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। ঘেরাও করুক। ক'"দিন পর তাদের দামোদরে স্নান করতে হবে।'

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আমডাঙা ও দত্তপুকুর থানা ঘেরাও করলেন অর্জুন সিং

কলকাতা, ২ জুন (হি.স.) : লোকসভা ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকে আমডাঙা ও দত্তপুকুরে বিজেপি কর্মীদের মারধর করছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাড়িতে হামলা চালানো হচ্ছে। আর মদত দিচ্ছে পুলিশ। এই অভিযোগে আজ আমডাঙা থানা ঘেরাও করেন বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। পরে একই অভিযোগে দত্তপুকুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তিনি।

অর্জুন সিং বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থীরা এখানে হারার পর থেকে তাঁর একমাত্র অস্ত্র পুলিশ ও গুন্ডা। গুন্ডাদের সঙ্গে পুলিশ যাচ্ছে। আমাদের কর্মীদের মারধর করছে। বাড়ি ভাঙচুর করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুলিশ হুমকি দিচ্ছে তোমরা কেন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি করছ ? তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেব। নানা ভাবে আমাদের কর্মীদের হয়রান করা হচ্ছে। বিশেষ করে দত্তপুকুর আর আমডাঙ্গা থানার পুলিশ এসব করছে। কেউ 'জয় শ্রীরাম' বললেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করছে। এর প্রতিবাদের আমরা এই দুই থানা ঘেরাও করে স্মারকলিপি দিয়েছি।

রবিবারও বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বিজেপির তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে ১০ লক্ষ 'জয় শ্রীরাম' লেখা পোস্ট কার্ড পাঠানো হবে। এর পাল্টা উত্তর ২৪ পরগনায় তৃণমূলের দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, 'আমরাও প্রধানমন্ত্রীকে 'জয়হিন্দ' এবং 'জয় বাংলা' লেখা ২০ লক্ষ পোস্ট কার্ড পাঠাব। অর্জুন যে আয়নায় মুখ দেখবে, আমরাও সেই আয়নায় অর্জুনকে মুখ দেখাব'।

মেদিনীপুরের পর বৃহস্পতিবার নৈহাটি-ভাটপাড়ায় 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের কাঁচড়াপাড়াতেই রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কনভয় ঘিরে উঠেছে জয় শ্রীরাম স্লোগান। ঘটনায় কাঁচড়াপাড়ার ব্যস্ততম রাস্তা কে জি আর পথ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। নামে র‍্যাফ। শেষে পুলিশ বাহিনীর ঘোরাটোপে এলাকা ছাড়তে হয় রাজ্যের মন্ত্রীকে। বৃহস্পতিবার ভাটপাড়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ের সামনে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। দু'জায়গায় তিনবার গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন দিদি। বলেছিলেন, 'গুণ্ডামি এখানে হবে না। বেঁচে আছো আমাদের জন্য। কালকে বলে দিলে এক সেকেন্ডে বেরিয়ে যাবে। কোন দাদা, কোন মস্তান এসে বাঁচায় দেখব'। এর পরেই উত্তেজিত গলায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কিছু বলি না বলে পেয়ে বসেছে। গাড়ির ওপর হামলা। ক্রিমিনালের দল। মেরে চামড়া গুটিয়ে দেব'। বৃহস্পতিবারের ঘটনার পরের দিনই দশ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার সেই 'জয় শ্রীরাম' ইস্যুতেই উত্তপ্ত হয় কাঁচড়াপাড়া। তৃণমূল নেতাদের রাস্তা আটকে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। মন্ত্রীদের রাস্তা আটকানোয় লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। আসে র‍্যাফ। বিজেপির দাবি, 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতেই পুলিশ তাঁদের উপর হামলা করে। এই ঘটনায় বেশ কয়েক জন আহত হয়েছেন।

পরীক্ষার ফলাফল

আটের পাতার পর

২০১৭ সালে ৫১ হাজার ০০০ জন, ২০১৮ সালে ৩১ হাজার ৯৮৮ জন। তবে এখনও ভর্তির জন্য কাট-অফের নম্বর প্রকাশ করেনি ভারতীয় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি)। মনে করা হচ্ছে, ভর্তির যোগ্যতা অর্জনের জন্য কাট-অফটি পূর্ববর্তী বছরের মতই রাখতে পারে আইআইটি। জে.ই.ই. অ্যাডভান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীকে প্রতিটি বিষয়ের অন্তত ১০ শতাংশ এবং মোটের ওপর ৩৫ শতাংশের স্কোর নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরীক্ষার্থী যোগ্যতা অর্জন না করলে, 'এগ্রিগেট নম্বর' আরও কমিয়ে আনা যেতে পারে বলে জানিয়েছে বোর্ড।

লিভারপুল: ক্লপ

সাতের পাতার পর

হবেন না। কেননা, কিছু নেতিবাচক বিষয় ঘটে। আমরা কোথায় পৌঁছাতে পারি, কি অর্জন করতে পারি বিষয়টা তার সঙ্গে সম্পর্কিত।"

"হ্যাঁ, বাড়তি জ্বালানি হচ্ছে গতবারও আমরা ফাইনালে ছিলাম এবং আমরা মনে করি আমাদের শেষটা ভুলভাবে হয়েছিল।"

উজ্জ্বল হেনরি

সাতের পাতার পর

নয়ে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন হেনরি।

ভারতের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলেননি এই পেসার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পরের প্রস্তুতি ম্যাচে ছিলেন ভীষণ খরুচে। ৯ ওভারে দিয়েছিলেন ১০৭ রান। সাউদির চোটে সুযোগ পেলেন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। প্রথম স্পেলে দারুণ বোলিংয়ে দলকে এনে দিলেন ভালো শুরু।

প্রথম বলে হজম করেছিলেন চার। পরের বলে লাহিরু থিরিমান্নেকে ফিরিয়ে ভাঙেন উদ্বোধনী জুটি। নিজের পঞ্চম ওভারের প্রথম দুই বলে কুসল পেরেরা ও কুসল মেন্ডিসকে বিদায় করেন হেনরি। এই ধাক্কা আর সামলে উঠতে পারেনি শ্রীলঙ্কা।

সাউদি সেরে উঠলে হয়তো জায়গা হারাতে হবে একাদশে। তবে সুযোগ দুই হাতে কাজে লাগিয়ে হেনরি জানান দিলেন, প্রয়োজন হলে তিনিও জ্বলে উঠতে প্রস্তুত।

আইপিএস আধিকারিক

দুইয়ের পাতার পর

হয়েছে যোগেশ দেশমুখকে। চম্বল জোনের আইজি ছিলেন যোগেশ দেশমুখ।

উল্লেখ্য, এর আগেও রাজ্যের একাধিক আমলাকে বদলি করেছিল কমল নাথ সরকার। তা নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে এসে নিন্দায় সরব হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ।

দুই কট্টর সদস্য

পাচের পাতার পর

এবং মফিজুল ইসলামকে জেরা করে অসম বা দেশের আর কোথায় তাদের সংগঠনের ঘাঁটি রয়েছে সে-সব তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৭ মে নিম্ন অসমের বরপেটা জেলার অন্তর্গত হাউলির গোবর্ধনা থানার ইটারভিটা হেলনাপপাম গ্রামের জামিয়া ইসলামিয়া সালাফিয়া আরবী কলেজের অধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম নাকভিকে জেহাদি কার্যকলাপের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেদিন তাঁর হেফাজত থেকে নগদ ৮ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, আরব দেশ থেকে হাওয়ালার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করতেন তিনি। অধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম নাকভির আরও পরিচয়, তিনি জামিয়া ইসলামিয়া সালাফিয়া আরবী কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি জামাল উদ্দিন সালাফির ছেলে।

বাড়িতে হামলা

পাচের পাতার পর

এরপর থেকেই তাঁরা বাড়ি ছেড়ে অন্য কোন জায়গায় চলে গিয়েছেন। এই ভাঙচুর ও মারধর করবার অভিযোগে গুড়াপ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এলাকার তৃণমূলের নেতৃত্ব।

অন্যদিকে গুড়াপ থানার অন্তর্গত ঘোষাল পাড়ায় এক ঠিকাদারের বাড়িতে আলমারি ভেঙে সোনার গহনা সহ নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় গুড়াপ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বাড়ির মালিক। তবে এলাকার তৃণমূলের নেতা ও কর্মীদের একাংশ জানিয়েছেন, তিনি রাজনৈতিক দলের কোন কর্মী নন। তবে ঠিকাদারি করতেন সরকারের কাজকর্ম করতেন তাই তার বাড়িতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ঝাড়খণ্ডে মাওবাদীদের গুলিতে শহিদ হয়েছেন অসম-সন্তান নীরজ ক্ষেত্রি, আজ আসছেন মিজানুর

গুয়াহাটি, ২ জুন (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের দুমকায় রবিবার ভোররাত প্রায় ৩.৩০ মিনিটে আধাসেনা এবং মাওবাদীদের গুলি-সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন অসম-সন্তান ২০৯ কোবরা জওয়ান। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, নিহত জওয়ানের নাম নীরজ ক্ষেত্রি। তাঁর বাড়ি মধ্য অসমের গহপুরে। এদিকে গত মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের কুচাই এলাকার শারাইখেলা খাড়াসাওনে মাওবাদীদের পাতা আইইডি বিস্ফোরণে আহত কোবরা কমান্ডো মিজানুর রহমান কিছুটা সুস্থ হয়ে আজ তাঁর গৃহভূমি অসমের বকোয় আসছেন।

জানা গেছে, ঝাড়খণ্ডের রানেশ্বর থানার অন্তর্গত কটহলিয়ার এক জঙ্গলে আজ সংগঠিত সংঘর্ষে এসএসবি জওয়ান নীরজ ক্ষেত্রির মৃত্যুর পাশাপাশি অন্য চার জওয়ান গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আহত সবাইকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে সদর হাসপাতালে। তাঁরা রাজেশ কুমার নায়ক, সনু কুমার, ছত্তীশ গুজ্জর এবং করণ কুমার। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে।

এদিকে গত মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের কুচাই এলাকার শারাইখেলা খাড়াসাওনে মাওবাদীদের পাতা আইইডি বিস্ফোরণে সিআরপিএফ এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশের ১৫ জন জওয়ান। তাদের মধ্যে তিন কোবরা কমান্ডো ছিলেন অসমের বাসিন্দা। তাঁরা কামরূপ জেলার বকোর মিজানুর রহমান, রঙিয়ার ডিমু এলাকার সুনীল কলিতা এবং হোজাইয়ের শম্ভু মালাহ। তাঁদের রাঁচির ভগবান মহাবীর মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। সেদিন আইইডি বিস্ফোরণে আহত পনেরোজনের মধ্যে ছিলেন অসম-সন্তান মিজানুর রহমানও। তাঁর মেরুদণ্ডে গুলি লেগেছিল। কিছুটা সুস্থ হওয়ায় আজ সন্ধ্যারাত সাতটা রাজধানী এক্সপ্রেসে তিনি গুয়াহাটি আসছেন। গুয়াহাটি থেকে তাঁকে সোজা নিয়ে যাওয়া হবে তাঁর গৃহভূমি বকোয়। বাড়িতে আছেন তাঁর বাবা-মা, পত্নী বিউটি বেগম এবং চার বছরের এক ছেলে।

অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার তামুলপুরে, চাঞ্চল্য

তামুলপুর (অসম), ২ জুন (হি.স.) : নিম্ন অসমের বাকসা জেলার অন্তর্গত তামুলপুরের বড়খাটা এলাকায় রবিবার সকালে ষাটোর্ধ জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় কতিপয় যুবক বলেছেন, গতকাল বিকেলেও ব্যক্তিটিকে বড়খাটার রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতে দেখেছিলেন তাঁরা। কিন্তু আজ সকালে তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছেন দেখে তামুলপুর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে থানা থেকে পুলিশ অফিসার নৃপেন গগৈয়ের নেতৃত্বে এক দল আসে।

সুদীপ ইস্যুত

● প্রথম পাতার পর

করেছেন। সেই সূত্র ধরেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। দলের প্রতি আনুগত্য এবং যথাযথ দায়িত্ব পালনের সুবাদেই তিনি দল এবং রাজ্যবাসীর কাছে আজ পরিচিত বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যে বাঁশ

● প্রথম পাতার পর

সস্তায় সামগ্রী তৈরির কাঁচামাল জঙ্গল থেকে নিয়ে আসা যায় এর ব্যবস্থা করতে হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী ব্যাম্বো অ্যান্ড ক্যান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাঁচ শিল্পীকে মানপত্র তুলে দিয়েছেন।

তিপ্রাহা

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিষয়ে কমিটি গঠন করা হবে। যেহেতু তাঁদের দল তিপ্রাল্যান্ডের দাবির ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল, তাই আবার নতুন করে দাবির বিষয়ে কাজ শুরু করা হবে। কারণ মন্ত্রী এনসি দেববর্মা নিজের স্বার্থের জন্য তিপ্রাল্যান্ডের দাবি বিসর্জন দিয়ে বিজেপি-র সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তাই আইপিএফটি তিপ্রাহা এই দাবিতে এবার ময়দানে নামছে। সেই-সঙ্গে বুধু দাবি করেন, রাজ্যে বিজেপি-আইএফটি জোট সরকারের আমলে কাজকর্ম নেই। তাই জনজাতি যুবকরা কাজের জন্য বহিঃরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন।

গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

ধারায় মামলা নিয়েছে। নতুন মামলার সাথে পুরনো মামলার রেফারেন্স দিয়ে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলেও জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

সাহায্য

● প্রথম পাতার পর

দে থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। উন্নত চিকিৎসার জন্য তার অস্থিমজ্জা ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবের গোচরে এলে তিনি তার চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এই অর্থরাশি ম'র করেন।

ছয়জন

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, শনিবার সন্ধ্যায় চড়িলাম বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাইকের ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছেন শিশুসহ মোট তিনজন। আগরতলামুখী একটি বাইক সায়ন্তিকা চক্রবর্তীকে ধাক্কা দিলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে যায় সে। বাইকে থাকা এক মহিলা সহ শিশুও ছিটকে পড়ে জাতীয় সড়কে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে যায় বিশালগড়স্থিত ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিশালগড় থানার পুলিশ দুর্ঘটনার একটি মামলা নিয়েছে।

পানীয়

● প্রথম পাতার পর

বন্দোবস্ত নেই। ডি ডব্লিও এস দপ্তর থেকে মাঝে মধ্যে ট্যাঙ্কারে করে পানীয় জল ঐ এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু নিয়মিত পানীয় জল পান না ঐ এলাকার গিরিবাসীরা। জলের অভাবে কম করেও ১৫দিন পর একবার স্নান করেন তারা। নিয়মিত ট্যাঙ্কারে জল সরবরাহ না করায় অনেক সময় ছড়া-নালা কিংবা কাঁচা কুয়োর অপরিশ্রুত জল পান করতে বাধ্য হন গিরিকন্দরের লোকজনরা। এইসব অপরিশ্রুত জল পান করে নানা জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন উপজাতিরা।

অবিলম্বে ঐসব জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। অন্যথায় তারা যেকোন সময় বড় ধরনের আন্দোলনে শামিল হতে পারেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় উপজাতিদের জন্য ভোটের আগে যারা মায়া কান্না কেঁদেছিলেন তাদের হৃদয় উপজাতিদের জন্য কতখানি সদয় হয়। এখন সেটাই দেখার বিষয়।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

ফিরেনি। রবিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটি জামগাছে ঝুলন্ত অবস্থায় অজিত দেবনাথের মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় পুলিসকে। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ। বিসালগড় থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতির ডাকা বৈঠকে এলেন না চার বিধায়ক

কোচবিহার, ২ জুন (হি.স): কোচবিহার জেলায় শাসক দলের কোন্দল চরমে উঠল। রবিবার দলের জেলা দফতরে বৈঠক ডেকেছিলেন জেলা সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সেই বৈঠকে জেলার সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য, ব্লক সভাপতিদের হাজির থাকার কথা ছিল। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ডাকা বৈঠকে এলেন না দলের চার বিধায়ক, যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা কোচবিহারের গতবারের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় সহ জেলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা।

লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী পরেশচন্দ্র অধিকারী বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের কাছে পরাজিত হয়েছেন। নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পরপরই তৃণমূলের কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয়েছে। নেতারা একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে শুরু করেছেন। এদিনের বৈঠকে আসেননি দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ, তুফানগঞ্জের বিধায়ক ফজল করিম মিয়া, কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামী ও মাথাভাঙার বিধায়ক তথা দফতর বিহীন মন্ত্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, 'উদয়ন গুহ শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি। আর মিহির গোস্বামী কলকাতায় রয়েছেন তাই আসেননি। বাকিরা আমায় কেউ কিছু জানান নি'। যদিও সকাল থেকে মিহির গোস্বামী ছিলেন কোচবিহারেই। বিকেলের ট্রেনে তিনি কলকাতার উদ্দেশে রওনা হন। আজ কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক মিহির গোস্বামী ব্যাপক ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য, 'জেলা সভাপতি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলেননি। সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতার অভাব রয়েছে ওঁর। জেলা সভাপতি কোনও ব্যাপারেই আমার সাথে আলোচনা করেন না। সভাপতি নিজেই সব করেন। তাঁর সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতার অভাব আছে। তাই তাঁর সাথে কোনও আলোচনার দরকার নেই। যদি আলোচনা থাকে তাহলে সেটা তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করব'। তার আরও অভিযোগ, 'অধিকাংশ সময় মোবাইলে সুইচ অফ করে রাখেন। তাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না'।

কোচবিহার তৃণমূলের অনেক নেতাই বলেন, মিহির গোস্বামীকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না রবি ঘোষ। ভোটের আগে কোর কমিটি থেকে বার করে দেওয়া হয়ে ছিল তাঁকে। তা নিয়েও এ দিন ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এই বিধায়ক। যদিও বিধায়ক ও একাধিক নেতার গর হাজিরাকে দলের ভাঙন বলতে রাজি নন রবি ঘোষ। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, অনেকেই দাবি তুলছেন হারের দায় নিয়ে জেলা সভাপতির পদত্যাগ করা উচিত। আপনি কী বলবেন ? স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে রবি ঘোষের জবাব, 'যাঁরা দাবি করছেন, তাঁরা আমায় সভাপতি করেননি। করেছে দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁরা এ সব বলছেন, তাঁরাও নিজের জায়গায় ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করেন নি'।

গত কয়েক বছর ধরে কোচবিহারে তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও দলের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই রাজনৈতিক সংঘর্ষে শিরোনামে ছিল এই জেলা। আর সবটাই তৃণমূল বনাম তৃণমূল। মাদার বনাম যুব। যদিও দাপুটে যুবনেতা নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বাহিনীর লড়াই হতো তিনিই এ বার বিজেপির প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জিতেওছেন। কার্যত প্রেস্টিজ ফাইট ছিল তৃণমূলের। তা হারতে হয়েছে। কিন্তু এই ডামাডলের সময়েও কোচবিহার রয়ে গেল কোন্দলেই। ঐক্যের নামগন্ধ নেই।

এই পরিস্থিতিতে আগামীকাল সোমবার তৃণমূলের বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন। একাধিক রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। বদল হতে পারে কোচবিহারের নেতৃত্বেও।

দাঁতের ভুল চিকিৎসার জেরে মৃতু যুবতির

কলকাতা, ২ জুন (হি.স.) : ফের কলকাতায় ভুল চিকিৎসার জেরে মৃত্য উ এবার অভিযোগ উঠলো দাঁতের চিকিৎসকের বিরিদ্ধ উ সল্টলেকের স্বাস্থ্যভবনে চিকিৎসক অনির্বাণ সেনগুপ্তের দাঁতের ভুল চিকিৎসায় মৃতু হল যুবতির উ ইতিমধ্যেই চিকিৎসকের বিরিদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতার পরিবার উ

মৃতের নাম অঞ্জলি সাহা উ বয়স ৩০ উ জগদ্দলের বাসিন্দা উ গত ২৯ মে চিকিৎসক অনির্বাণ সেনগুপ্তের সল্টলেকের চেম্বারে দাতের অপারেশন হয় অঞ্জলির। রাত১০ টা নাগাদ অপারেশন শেষ হলেও পরিবারের লোকদের রোগিণীকে দেখতে দেননি ওই চিকিৎসক। পরে তিনি বলেন, অঞ্জলির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। এরপরেই অঞ্জলি সাহাকে স্থানীয় একটি নিউরো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় ফের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসকরা জানান, তাঁর ৮৫ শতাংশ ব্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তিনি কোমায় চলে গেছেন। আজ রবিবার ভোরের দিকে সেখানেই মৃত্যু হয় অঞ্জলি সাহার।

অঞ্জলি সাহার স্বামী সুনীল কুমার সাহা স্বাস্থ্যভবনে অভিযুক্ত চিকিৎসক অনির্বাণ সেনগুপ্তের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে স্বাস্থ্য দফতরে। স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর, অ্যানেস্থেসিয়া করার সময় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল কি না, কী কী ওষুধ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে।

উধারবন্দে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা, হত দুধপাতিলের এক ব্যক্তি

উধারবন্দ (অসম), ২ জুন (হি.স.) : কাছাড় জেলার উধারবন্দে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন জনৈক ব্যক্তি। নিহত ব্যক্তিকে বড়খলা বিধানসভা এলাকার দুধপাতিলের বাসিন্দা বছর ৪৫-এর মানস মুখোপাধ্যায় বলে শনাক্ত করা হয়েছে। দুর্ঘটনাটি শনিবার রাত প্রায় ১১.২০ মিনিটে সংঘটিত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উধারবন্দ ডায়েট রোডের খাদি অফিসের কাছে।

নিহত মানস মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠরা জানান, বাইকে চেপে তিনি তাঁর দুধপাতিলের বাড়ি যাচ্ছিলেন। সে-সময় খাদি অফিসের সামনে রাস্তায় বিদ্যুতের একটি খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে তাঁর বাইকের। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই বেশ রক্তক্ষরণ হয় মানসবাবুর। বিকট শব্দ শুনে সড়ক লাগোয়া বাসিন্দারা ছুটে এসে তাঁকে রাস্তা থেকে উদ্ধারে নেমে পড়েন। ইত্যবসরে নিকটবর্তী উধারবন্দ থানায় খবর দেন কেউ। খবর পেয়ে থানার ওসি অসিত সূত্রধর, সেকেন্ড অফিসার ধীরেন বৈশ্য ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত মানসকে উধারবন্দ হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মানস মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী মানসকে নিয়ে যাওয়া হয় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু এতেও শেষ রক্ষা হয়নি। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ইতিমধ্যে খবর যায় মানসের বাড়িতে। তাঁর পরিবারের লোকজন ছুটে আসেন শিলচর মেডিক্যালে। আজ সকালে তাঁর ময়না তদন্ত হয়। ময়না তদন্তের পর মানস মুখোপাধ্যায়ের মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, মহাসড়ক থেকে উধারবন্দ ভিআইপি সড়কটি প্রশস্ত করলেও বিদ্যুতের খুঁটি আর সরানো হয়নি। তাই প্রায় প্রতিদিনই এই খুঁটির জন্য সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এ-ব্যাপারে বিদ্যুৎ বিভাগের নেতিবাচক ভূমিকায় নানা প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুবার রাস্তার উপর থেকে বিদ্যুতের খুঁটি সরানোর জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে আবগত করা হয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যার ফল গত রাতের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

আফগানিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বকাপ কাপ অভিযান শুরু করল অস্ট্রেলিয়া

ব্রিস্টল, ২ জুন (হি.স.) : চ্যাম্পিয়নদের মতো বিশ্বকাপ কাপ অভিযান শুরু করল অস্ট্রেলিয়া। শনিবার ব্রিস্টলের কাউন্টি গ্রাউন্ডে আফগানিস্তানকে ৭ উইকেটে হারায় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ২০৮ রান তাড়া করতে নেমে ডেভিড ওয়ার্নারের ব্যাটে জিততে বেগ পেতে হয়নি অজিদের। রান তাড়া করতে নেমে ওপেনিং জুটিতে ৯৬ রান যোগ করে কাজ সহজ কর দেন দুই অজি ওপেনার। ক্যাপ্টেন অ্যারন ফিঞ্চ ৬৬ রান করে আউট হলেও শেষ পর্যন্ত ৮৯ রানে অপরাজিত থেকে অস্ট্রেলিয়াকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ওয়ার্নার। নির্বাসন কাটিয়ে দেশের জার্সিতে মাঠে ফিরে বিশ্বকাপে স্বপ্নের শুরু বাঁ-হাতি ওপেনারের। কঠিন টার্গেট হলেও ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাটিং করে অজিদের সহজ জয় এনে দেন ওয়ার্নার। ম্যাচের সেরাও হন তিনি। আক্রমণাত্মক ওপেনারকে এদিন তাঁর চরিত্র বিরোধী ব্যাটিং করতে দেখা যায়। ১১৪ বলের ইনিংসে মাত্র ৮টি বাউন্ডারি মারেন ওয়ার্নার। ইনিংসে কোনও ছক্কা হাঁকাননি তিনি। তুলনায় এদিন আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে ক্যাপ্টেন ফিঞ্চ। ৪৯ বলের ইনিংসে ৬টি বাউন্ডারি ও চারটি ছয় মারেন তিনি। উসমান খোয়াজা ১৮ এবং প্রাক্তন অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ১৫ রান করে ড্রেসিংরুমে ফিরলেও লক্ষ্য অবিচল থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ওয়ার্নার। ৩৪.৪ ওভার তিন উইকেট হারিয়ে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া। এই জয়ের ফলে শেষ ১১টি একদিনের ম্যাচের মধ্যে ৯টি জিতল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

এদিন টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করে ২০৭ রান তুলেছিল আফগানিস্তান। ৩৮.২ ওভারে আফগান ইনিংসকে শেষ করে দেন অজি বোলাররা। দুই ওপেনার শূন্য রানে ড্রেসিংরুমে ফেরার পর আফগান ইনিংসের হাল ধরেন রহমত শাহ, নাজিবুল্লাহ ও ক্যাপ্টেন গুলবাদিন নায়েব। ৪৯ বলে ৫১ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন নাজিবুল্লাহ। অজি লেগ-স্পিনার অ্যাডাম জাম্পার এক ওভারে পর পর দু'টি বাউন্ডারি ও দু'টি ওভার বাউন্ডারি মারেন তিনি। ইনিংসে সাতটি চার ও দু'টি ছক্কা হাঁকান মারকুটে আফগান অল-রাউন্ডার।আফগানিস্তানের পরের ম্যাচ মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে ১০ উইকেটে পর্যুদস্ত হয়েছে শ্রীলঙ্কা।

বিশ্বকাপে ভারত অভিযান শুরু করার আগে কোহলিকে অপরিণত বললেন কাগিসো রাবাদা

লন্ডন, ২ জুন (হি.স.) : বিশ্বকাপে ভারত অভিযান শুরু করার আগে 'মেন ইন ব্লু' ক্যাপ্টেনকে অপরিণত বললেন কাগিসো রাবাদা। প্রোটিয়া পেসারের মতে, মাঠে বিরাট কোহলির আচরণ পরিণত নয়। আগামী বুধবার সাউদাম্পটনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ভারত। আর উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজক ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপ শুরু করেছে প্রোটিয়াবাহিনী। রবিবার কেনিংটন ওভালেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আর তার পরই রোজ বোলে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ডু'প্লেসি অ্যান্ড কোং।

ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগেই কোহলির বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধে প্রোটিয়া পেসার। এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানের বিরুদ্ধে বিশ্বের এক নম্বর বোলার। সম্প্রতি দ্বাদশ আইপিএলে একে অপরের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেছে বিরাট-রাবাদা। সেই অভিজ্ঞতা থেকে ডানহাতি প্রোটিয়া পেসার এক ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান, 'আমি গ্লেম প্ল্যান নিয়ে ভাবছিলাম। কিন্তু আমাকে বাউন্ডারি মেরে আমার সঙ্গে তর্ক শুরু করে দেয়। ওকে আপনি প্রত্যাঘাত দিলেই রেগে যায়। আমি এই ধরনের ব্যক্তিদের পছন্দ করি না।'

আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সিতে খেলেছেন রাবাদা। আর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন কোহলি। এখনও ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্সি ছেড়ে দেশের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন দু'জনে। বাইশ গজে ব্যাট-বলের যুদ্ধে সম্মুখসমরে কোহলি-রাবাদা। বিরাট সম্পর্কে প্রোটিয়া পেসারের বক্তব্য, 'কোনও সন্দেহ নেই ও অসাধারণ প্লেয়ার।' আইপিএলের পর প্রথমবার মুখোমুখি হতে চলেছেন বিরাট-রাবাদা।

দ্বিতীয় ম্যাচে টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানাল দক্ষিণ আফ্রিকা

লন্ডন, ২ জুন (হি.স.) : প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে হারের পর দ্বাদশ বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা। রবিবার ওভালে টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানালেন প্রোটিয়া অধিনায়ক ফ্যাফ ডু'প্লেসি। যদিও প্রথম ম্যাচে চোটের কারণে বিশ্বস্ত ওপেনার হাসিম আমলাকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাচ্ছে না দক্ষিণ আফ্রিকা।

দ্বিতীয় ম্যাচে প্রোটিয়া একাদশে এদিন বেশ কিছু পরিবর্তন। আর চোটে কাবু ডেল স্টেইনকে সম্ভবত পাওয়া যাবে তৃতীয় ম্যাচ থেকে। তাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্পিডস্টারকে পাওয়ার কোনও অবকাশ ছিল না।

তালিকা দীর্ঘ করে এদিন একাদশ থেকে বাদ পড়লেন ওপেনার হাসিম আমলাও। তবে চোট-আঘাত নিয়ে বিশেষ ভাবিত নন প্রোটিয়া অধিনায়ক ডু'প্লেসি। বরং অতিরিক্ত সিমার খেলিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হওয়ার বার্তা দিলেন তিনি। এবং অতিরিক্ত সিমার খেলানোর কারণেই টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানালেন ফ্যাফ। দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশে এদিন জোড়া পরিবর্তন।

ওপেনার হাসিম আমলার পরিবর্তে দলে এলেন মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান ডেভিড মিলার। সেক্ষেত্রে ডি'ককের সঙ্গে ওপেনিংয়ে দেখা যাবে এডেন মার্করামকে। পাশাপাশি ডোয়েন প্রিটোরিয়াসের বদলে দলে ফিরলেন অল-রাউন্ডার ক্রিস মরিস।

অন্যদিকে চোট-আঘাত সমস্যা কাটিয়ে পুরো শক্তি নিয়েই প্রথম ম্যাচে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। তামিমের চোট নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিলেও প্রথম ম্যাচ থেকেই বাঁ-হাতি ওপেনারকে পাচ্ছে মাশরাফি ব্রিগেড। টস হারলেও ওভালের পিচকে ব্যাটিংয়ের আদর্শ মানছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। তবে মোর্তাজার মতে, দলের ব্যাটসম্যানরা কেমন পারফর্ম করে তার উপরেই পুরো বিষয়টা নির্ভর করছে। একইসঙ্গে প্রস্তুতি ভালো হওয়ায় ভালো ফলের বিষয়ে তাঁরা আশাবাদী বলেও জানান বাংলাদেশ অধিনায়ক।

একনজরে দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ: কুইন্টন ডি'কক (উইকেটরক্ষক) , এডেন মার্করাম, ফ্যাফ ডু'প্লেসি (অধিনায়ক), ভ্যান ডার ডাসেন, ডেভিড মিলার, জেপি ডুমিনি, অ্যান্ডিল ফেহেলুকাও, ক্রিস মরিস, কাগিসো রাবাদা, লুঙ্গি এনগিদি ও ইমরান তাহির।

একনজরে বাংলাদেশ একাদশ: তামিম ইকবাল, সৌম্য সরকার, শাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম (উইকেটরক্ষক), মহম্মদ মিঠুন, মাহমুদুল্লাহ, মোসাদ্দেক হুসেন, মহম্মদ সইফুদ্দিন, মেহেদি হাসান, মাশরাফি মোর্তাজা (অধিনায়ক) ও মুস্তাফিজুর রহমান।

লক্ষ্যপূরণ না হওয়া পর্যন্ত ছুটবে লিভারপুল: ক্লপ

লন্ডন।। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনাল সামনে রেখে লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ জানিয়েছেন, লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ছুটবে তার দল।

আতলেতিকো মাদ্রিদের মাঠ ওয়ান্দা মেত্রোপলিতানোতে শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় ইউরোপ সেরা হওয়ার লড়াইয়ে টটেনহ্যামের মুখোমুখি হবে লিভারপুল।

২০১৫ সালে লিভারপুলের দায়িত্ব নেওয়ার পর কোনো শিরোপা জেতা হয়নি ক্লপের। এমনকি কোচিং ক্যারিয়ারে ছয় ফাইনালে উঠে প্রতিবারই ক্লাবের হার দেখতে হয়েছে তার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গত আসরের ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হেরেছিল লিভারপুল। এ মৌসুমে দলটি দারুণ লড়াই করে ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে ১ পয়েন্ট পেছনে থেকে প্রিমিয়ার লিগে হয়েছে রানার্সআপ।

শিরোপা জেতা ছাড়া দারুণ খেলা সাফল্য হিসেবে যে বিবেচিত হয় না, তা ভালোভাবেই জানেন ক্লপ। আরেকটি ফাইনাল সামনে রেখে তাই জার্মান এই কোচ জানান, গতবারের ফাইনালের হার দলের জন্য বাড়তি জ্বালানি হবে।

"আমরা যেখানে থাকতে চাই, সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামব না। আমরা দারুণ একটা মৌসুম কাটালাম। আমরা লিগে হেরেছি এবং এখন আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে খেলব।"

"আপনি সবসময় অনুপ্রাণিত

ছয়ের পাতায় দেখুন

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় করল লিভারপুল

মাদ্রিদ, ২ জুন (হি.স.) : টটেনহ্যাম হটস্পারকে ২-০ হারিয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে নিল লিভারপুল। এর ফলে ৬ বারের ইউরোপ সেরা দ্য রেডস। সেই সঙ্গে প্রথমবার ম্যানেজার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেতাব জিতলেন জুর্গেন ক্লপ।

১১ বছর পর ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ডের দুই ক্লাব। মহম্মদ সালাহ, সাদিও মানে, সন হিউং মিন, লুকাসদের সঙ্গে নিজেকে সেরা প্রামাণের লড়াইয়ে ছিলেন জার্মান কোচ। ফাইনালের 'ব্যাড প্যাচ কাটিয়ে শনিবার রাতে এস্তাদিও মেট্রোপলিটানোয় নিজেকে 'লাকি' প্রমাণ করলেন ক্লপ।

ম্যাচের শুরুতেই মহম্মদ শালাহের গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুর। ম্যাচের প্রথম মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন শালাহ।

গত মরশুমে চোটের জন্য ফাইনালে খেলা হয়নি মিশরীয় এই ফরোয়ার্ডের। কিন্তু এবার শুরুতেই পার্থক্য গড়েন দেন। ম্যাচের শেষ দিকে অর্তাৎ ৮৭ মিনিটে ওরিগির গোলে টটেনহ্যামকে হারিয়ে ইউরোপ সেরার খেতাব জিতে নেয় লিভারপুল। এ নিয়ে ছ'বার ইউরোপীয় খেতাব জিতল 'দ্য রেডস'। আর ২০১৫ সালে লিভারপুলের দায়িত্ব নেওয়া ক্লপ প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতলেন প্রথমবার। ইংল্যান্ডের ক্লাব হিসেবে সবচেয়ে বেশিবার ইউরোপীয়ন কাপ জিতল লিভারপুল। তিনবার উয়েফা কাপ ও তিনবার উয়েফা সুপার কাপ। এছাড়াও দ্য রেডসের দখলে ১৮টি লিগ খেতাব, ৭টি এফএ কাপ এবং রেকর্ড সংখ্যক ৮বার লিগ কাপ এবং ১৫বার এফএ কমিউনিটি শিল্ড ও একবার ফুটবল লিগ সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল।

শিষ্যদের মুক্ত মনে খেলতে বললেন পচেত্তিনো

লন্ডন।। শিশু-কিশোররা যেভাবে মুক্ত মনে ফুটবল খেলে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে শিষ্যদের সেভাবে খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন টটেনহ্যাম হটস্পারের কোচ মাওরিসিও পচেত্তিনো।

আতলেতিকো মাদ্রিদের মাঠ ওয়ান্দা মেত্রোপলিতানোতে শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা জেতার লক্ষ্যে লিভারপুলের মুখোমুখি হবে টটেনহ্যাম। আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে ফাইনালে শিষ্যদের চাপমুক্ত থেকে খেলতে বললেন পচেত্তিনো।

"আগামীকাল (আজ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মুক্ত থাকা, তরুণদের মতো খেলা। যখন আপনি ছোট ছিলেন, সাত-আট বছরের শিশু, তখন আপনি মুক্তভাবে খেলতেন; সেভাবে খেলা।"

ওয়ান্দা মেত্রোপলিতানোর গ্যালারি ভরা থাকবে। সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীরা চোখ রাখবে টিভি পর্দায়। দর্শকের বিষয়টি মাথা থেকে মুছে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন পচেত্তিনো।

"এক বিলিয়ন মানুষ আপনাকে দেখছে-এটা না ভাবাটা গুরুত্বপূর্ণ।"

লিভারপুলকে সমীহ করলেও পচেত্তিনোর আশা শিরোপা জেতার।

"অনেক মানসম্পন্ন খেলোয়াড় নিয়ে অবশ্যই লিভারপুল দারুণ একটা দল। তারা লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরাও চেষ্টা করব। আশা করি, সেরা দলটা জিতবে এবং সেরা দলটা হবে টটেনহ্যাম।"

সুযোগ কাজে লাগিয়ে উজ্জ্বল হেনরি

টিম সাউদি ফিট থাকলে হয়তো খেলাই হতো না ম্যাট হেনরির। সুযোগ পেয়ে জ্বলে উঠলেন গতিময় এই পেসার। শ্রীলঙ্কার প্রথম তিন উইকেট তুলে নিয়ে ঠিক করে দিলেন ম্যাচের গতিপথ। বিশ্বকাপে নিউ জিল্যান্ডের শুভ সূচনায় রাখলেন বড় অবদান।

কার্ডিফে ১০ উইকেটে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে গত আসরের রানার্সআপরা। ২৯ রানে ৩ উইকেট

ছয়ের পাতায় দেখুন

ফরাসি ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন নাওমি ও সেরেনা

প্যারিস, ২ জুন (হি.স.) : ফরাসি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডেই থমকে গেল জাপানের নাওমি ওসাকার বিজয়রথ। স্বদেশী সোফিয়া কেনিনের কাছে হেরে ক্লে-কোর্ট থেকে বিদায় নিলেন সেরেনা উইলিয়ামসও।

২০১৮ ইউ এস ওপেনের পর বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়।

গ্র্যান্ড স্ল্যামে বিজয়রথ ছুটছিল বিশ্বের পয়লা নম্বর জাপানের নাওমি ওসাকার। কিন্তু ফরাসি ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডেই থমকে গেল সেই বিজয়রথ। চেক প্রজাতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে ফরাসি ওপেন থেকে বিদায় নিলেন জাপানের বছর একুশের তরুণী। ওসাকা বিদায়ের পর শনিবাসরীয় ফরাসি ওপেন সাক্ষী থাকল আরও এক নক্ষত্রপতনের।

স্বদেশী সোফিয়া কেনিনের কাছে হেরে ক্লে-কোর্ট থেকে বিদায় নিলেন সেরেনা উইলিয়ামসও। তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছলেও প্রথম দু'টি রাউন্ডে যথাক্রমে সার্বিয়ার স্কেমিডলোভা ও বেলারুশের আজারেঙ্কার কাছে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল ওসাকাকে। শেষমেষ শনিবার তৃতীয় রাউন্ডে চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যাটেরিনে সিনিয়াকোভার কাছে করুণ আত্মসমর্পণ করেন তিনি। ২০১৮ ইউ এস ওপেনে সেরেনা উইলিয়ামসকে হারিয়ে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ওসাকা ম্যাচ হারেন স্ট্রেট সেটে।

অন্যদিকে মূলত ডাবলস প্লেয়ার সিনিয়াকোভা ১৯ বারের আবির্ভাবে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম সিঙ্গলসের চতুর্থ রাউন্ডে পৌঁছলেন। প্রথম সেটে এদিন ৪-৬ ব্যবধানে হার স্বীকার করেন ওসাকা।

এরপর দ্বিতীয় সেটে ওসাকা লড়াইয়ে ফিরবেন মনে করা হলেও তা আর হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় সেটে আরও করুণ আত্মসমর্পণ করেন বিশ্বের পয়লা নম্বর। ২-৬ ব্যবধানে হেরে বিদায় নিশ্চিত হয় ওসাকার।

এক বছরের মধ্যেই পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আশা করছে আগামী ১২ মাসের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পাকিস্তান সফরে নিতে পারবে। বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াসিম খান এমনটাই আভাস দিয়েছেন। ২০০৭ সালের পর দক্ষিণ আফ্রিকা আর পাকিস্তান সফরে যায়নি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসিস ২০১৭ সালে বিশ্ব একাদশের হয়ে লাহোরে খেলছেন। ২০০৯ সালে পাকিস্তানের মাটিতে শ্রীলঙ্কার ওপর সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তানে আন্তর্জতিক ক্রিকেট বন্ধ হয়ে যায়। তবে ২০১৫ সালে জিম্বাবুয়ে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ, ২০১৭ সালে একটি মাত্র টি-টোয়েন্টি ও ২০১৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে পাকিস্তানে গেছে। তবে অন্যান্য দেশের একাধিক তারকা ক্রিকেটার পাকিস্তানে খেলতে গেছেন পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) হয়ে।

প্রোটিয়াদের নিয়ে আলোচনা হলেও এখনও সঠিকভাবে জানানো হয়নি কোন ফরম্যাটে খেলবে দল দুটি। দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রস্তাব দেওয়া হলেও এখনও তারা কোনো কথা বলেনি এই সফর নিয়ে।

এছাড়াও, ২০২২ সালে ইংল্যান্ডও পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে পাকিস্তান যাবে। যেখানে থাকবে তিনিটি টেস্ট ও পাঁচটি ওয়ানডে ম্যাচ। ২০০৫ সালের পর পাকিস্তান যাচ্ছে ইংল্যান্ড।

প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক অনিমেষ দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। দীর্ঘ রোগভোগের পর রবিবার প্রয়াত হলেন স্যন্দন পত্রিকার প্রবীণ সাংবাদিক অনিমেষ দত্ত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। তিনি স্ত্রী, ৭ বছরের একটি শিশু কন্যা এবং দুই অবিবাহিত বোন রেখে গেছেন। গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কিডনি, চোখ এবং লিভারের রোগে ভুগছিলেন সাংবাদিক অনিমেষ দত্ত। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শিলচরে। সেখানে রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মরদেহ নিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যরা আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। আগামীকাল ভোর নাগাদ সাংবাদিক অনিমেষ দত্তের মরদেহ খয়েরপুর যাত্রাবাড়িস্থিত তাঁর বাসভবনে নিয়ে আসা হবে বলে জানা গিয়েছে।

সাংবাদিকতার শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রয়াত স্যন্দন পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন এই পত্রিকার বার্তা সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন তিনি। রাজ্যের সাংবাদিক অনিমেষ দত্তের অকাল প্রয়াণে রাজ্যের কর্মরত বার্তাজীবী মহলে গভীর শোক নেমে এসেছে। এসোসিয়েশন অনিমেষ দত্তের প্রয়াণে গভীর শোকাহত। সংগঠনের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

আমরা বাঙালি দলের প্রবীণ কর্মী প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। আমরা বাঙালি দলের রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য নন্দন পাল গতকাল জিবি হাসপাতালে পরলোক গমন করে। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ শ্বাসকষ্ট জনিত রোগে ভুগছিলেন। তিনি কুমারঘাটের বাসিন্দা। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র, দুই কন্যা সহ বহু গুনমুদ্ধদের রেখে যান। নন্দন পালের মৃত্যুতে আমরা বাঙালি দলের পক্ষে গভীর শোক ব্যক্ত করা হয়েছে।

৪ জুন সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠক

কলকাতা, ২ জুন (হি.স) : মঙ্গলবার, ৪ জুন রাজ্য কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে, সিপিএম রাজ্য দফতরে। সম্পাদকমণ্ডলীর আশঙ্কা, রাজ্য কমিটির সদস্যরা সরাসরি তোপ দাগতে পারেন তাঁদের বিরুদ্ধে। কলকাতা, দুই বর্ধমান, দুই চব্বিশ পরগনার মতো একাধিক জেলার রাজ্য কমিটির সদস্যরা সরাসরি বলতে পারেন, এই সম্পাদকমণ্ডলী সরে যাক। লোকসভা নির্বাচনের পর প্রথম রাজ্য কমিটির বৈঠকে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির আসা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। অনেকের মতে, আগামী সপ্তাহের শেষেই কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক। সেই অজুহাত দিয়ে নাও আসতে পারেন সীতারাম ইয়েচুরি। যদিও সূর্যকান্ত মিশ্র, বিমান বসু, রবীন দেব, মৃদুল দেরা চাইছেন দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক যেন বৈঠকে আসেন।

একাধিক জেলার নেতা প্রশ্নমালা তৈরি করছেন ৪ তারিখের রাজ্য কমিটির বৈঠকের জন্য। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হওয়া, জোট করতে যাওয়া, এই সব কিছু নিয়েই প্রশ্ন উঠবে ওই বৈঠকে। জেলার অনেক নেতা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন। রাজ্য কমিটির বৈঠকে তারই প্রতিফলন দেখা যেতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর এক নেতার কথায়, 'গোটা পার্টিটা সার্কুলারের পার্টি হয়ে গিয়েছে। এই লিডারশিপ না সরলে কোনও কিচ্ছু হবে না'। কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে রাজ্যের মতামত তুলে ধরার জন্যই এই বৈঠক। তবে অনেকেই মনে করছেন, বিষয়টি সেখানেই থেমে থাকবে না।

এই ক্ষোভ ঠেকাতে সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে একটি নোটের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করার কৌশল নেওয়া হয়েছে বলে খবর। শাখা স্তর থেকে ভোট বিপর্যয়ের পর্যালোচনা তুলে আনার জন্য নির্দিষ্ট কিছু ফর্মের প্রস্তাব রাখা হতে পারে বলে সিপিএম সূত্রে খবর। কিন্তু তা দিয়েও জেলাগুলর ক্ষোভ ঠেকানো যাবে না বলেই মনে করছেন অনেকে।

রাজ্যের শীর্ষ নেতারা এখন ক্ষোভ সামাল দিতে অন্য কৌশল নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই একাধিক জেলা কমিটির বৈঠক হয়েছে। সেখানে গিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা কার্যত হাত তুলে দিচ্ছেন। কেউ কেউ বলছেন, 'আমরা কিছুই বলব না। শুধুই শুনব'। সিপিএমের একটা বড় অংশের নেতার বক্তব্য, ধারাবাহিক আন্দোলনে না থেকে ময়দান ফাঁকা করে দেওয়াটাই বিজেপিকে সুযোগ করে দিয়েছে। রাজ্যের কোনও নেতা ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন করার সাহস দেখান নি। ফলে নিচুতলার কর্মীরা তৃণমূল ঠেকাতে বিজেপিকেই বেছে নিয়েছে।

ভোটের আগে পশ্চিমাঞ্চলের একাধিক জেলায় দেখা গেছে জোনাল কমিটির সম্পাদকরা সরাসরি জেলা নেতৃত্বকে বলছেন, এ বার ভোটে সবাই বিজেপির দিকে। ২০২১-এ কী হবে পরে দেখা যাবে। আপাতত লোকসভা নির্বাচনটা হোক। কোনও ভাবেই হুইপ জারি করে আটকানো যাবে না। অর্থাৎ, নিচু তলায় যে শিবির পরিবর্তন চলছে তার আঁচ যে সিপিএম নেতৃত্ব পায়নি তা নয়। কিন্তু অনেক নেতারই বক্তব্য, এতটা হবে বোঝা যায়নি। রাজ্যের শীর্ষ নেতারা সেটায় খুব একটা পাত্তা দেননি। বর্ষীয়ান এক সিপিএম নেতার কথায়, 'সাত শতাংশ ভোট বললে বিষয়টা বোঝা যাবে না। বুথস্তরের হিসেবে দেখলে বোঝা যাবে কী অবস্থা। একটা বুথে ৯০০ ভোটার থাকলে আমরা ভোট পেয়েছি ৬৩টা'। তাঁর কথায়, 'ভোট কমা এক জিনিস। বিপর্যয়ও নয় মানা গেল। কিন্তু এটা যে হচ্ছে, সেটাকে আন্দাজ করতে পারার মতো দূরদর্শিতা নেই, এটা ভাবলেই আতঙ্ক লাগছে'।

তিরুমালার বালাজি মন্দিরে পুজো দিলেন অশ্বিনী কুমার চৌবে

চিত্তুর, ২ জুন (হি.স.) : মন্ত্রী পদে শপথগ্রহণের পর রবিবার অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালার বালাজি মন্দিরে পুজো দিলেন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে উবিহারের বক্সারের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে পুজো দিয়ে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অশ্বিনী কুমার চৌবে বলেন, ভগবানের আশীর্বাদে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয় পেয়েছে। সেই কারণেই পুজো দিতে আসা। সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য পুজো দিতে আসা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

ছয়ের পাতায় দেখুন

রবিবার আগরতলায় ডিএভি কলেজ পরিচালন কমিটির সভাপতি পুনম সুরি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ছবি- নিজস্ব।

সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে কাজ শুরু হল ফটিকরায়ের গঙ্গানগরে জাতীয় সড়কে সেতুর নিমাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। অনেক জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে কাজ শুরু হল ফটিকরায়ের গঙ্গানগরে জাতীয় সড়কের উপর বিপদজনক অবস্থায় থাকা কাঠের সেতুটির।কিন্তু কাজ হলেও তা অতি নিম্নমানের বলে অভিযোগ স্থানীয় জনগনের।স্থানীয় জনগনের অভিযোগের ভিত্তিতে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে পরোক্ষে ঠিকেদারের হুমকির মুখে পড়তে হল সংবাদ মাধ্যমকে।ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, উনকোটি জেলার ফটিকরায়ে ৮নং জাতীয় সড়কের উপর গঙ্গানগর এলাকায় একটি ছড়া পারাপারের মাধ্যম হিসেবে রয়েছে একটি কাঠের সেতু।সংস্কারের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে এই সেতুটি ভগ্ন অবস্থায় থাকার ফলে এক প্রকার জীবনের ঝুকি নিয়েই সেতু পারাপার করতে হচ্ছে সাধারন জনগনকে এবং দূর্ভোগে পরতে হচ্ছে ঐ রাস্তার যান চালক থেকে নিত্য পথচারীদেরকে।এই সেতুটি এন এইচ আই ডি সি এল এর আওতায় রয়েছে এবং বর্তমানে পূর্ত দপ্তরের কুমারঘাট এন এইচ ডিভিশনের কাছে ব্রিজটি হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ভগ্ন এই সেতুটি সারাইএর জন্য ভূক্তভূগিরা সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে বার বার আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।স্থানীয় জনগন বহুবার ঐ জায়গায় পথ অবরোধ করেও প্রতিবাদ সংঘটিত করেছিলেন।অবশেষে স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে চলতি মাসের ১৭ তারিখ এই জরাজীর্ণ কাঠের সেতু সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশিত হয় রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে।সংবাদ সম্প্রচারিত হওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে কতৃপক্ষ।

তরিঘরি ফটিকরায় এলাকার এক কালের বাম মার্গিয় ঠিকেদার যার আস্ফালনে পূর্বে এলাকার কোন ঠিকেদারই ঠিকমতো কাজ পেতেননা, যিনি রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর রং পাল্টে আবার বর্তমানে নিজেকে রাম ভক্ত হিসেবে জাহির করছেন এবং নিজেকে এলাকার বিধায়কের ঘনিষ্ট বলেও দাবি করে আসছেন সেই প্রশান্ত সরকারকে কাজের বরাদ দেয়।যথারিতি কাজও শুরু করে ঐ ঠিকেদার।কিন্তু কাজ শুরুর কয়েকদিনের মাথায় এলাকার যান চালক থেকে শুরু করে সাধারন পথচারীরা অভিযোগ তুলেন কাজের গুনগত মান নিয়ে।এমন কি নানান প্রশ্ন তুলতেও শুরু করেন।অনেক জল্পনা-কল্পনার পর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সেতুটি সংস্কারের কাজে হাত লাগানো হলেও কাজের শুরু থেকেই অতি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাঠের সেতু নির্মাণ হচ্ছে বলে অভিযোগ ছিল স্থানীয়দের।কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগকে পাত্তা না দিয়ে নিজের মর্জি মাফিক সেতুটি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মান করে যাচ্ছিল বাম মার্গীয় ঠিকেদার প্রশান্ত।স্থানীয় যান চালক থেকে শুরু করে পথচারীদের অভিযোগ ঠিকেদার প্রশান্ত সেতু নির্মানে অধিকাংশই পুরনো কাঠ ব্যাবহার করছে যার ফলে আগামী কিছুদিন পর পুনরায় ব্রিজটিতে ভাঙ্গন ধরবে এবং দূর্ভোগে পড়বেন উনারা।তাছাড়া তারা স্বিকার করলেন সংবাদ মাধ্যমে এই ব্রিজের সংবাদ সম্প্রচারের পরই এর কাজে হাত দেওয়া হয়েছে উনারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন সংবাদ মাধ্যমকে।

ব্রিজ সংস্কারে কাজে এই ধরনের দূর্নিতি সংক্রান্ত অভিযোগ পেয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা ঐ কুখ্যাত ঠিকেদারের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঠিকেদার প্রশান্ত সরকার বুকচেতিয়ে একবার স্বিকার করলেন ব্রিজ নির্মানে তিনি পুরনো কাঠ ব্যাবহার করছেন পরে আবার কথা ঘুরিয়ে ফেললেন এবং সংবাদ প্রতিনিধিদের এক প্রকার রক্তচক্ষু দেখালেন ও নিজের মোবাইলেও সংবাদ প্রতিনিধিদের ছবিও তুলে রাখলেন ঐ দূর্নিতিবাজ ঠিকেদার প্রশান্ত।

দেখলেনতো কি বললেন ঐ দূর্নিতিবাজ ঠিকেদার।তিনি বললেন কাজ শেষ হলে সংবাদ প্রতিনিধিদের আবার এসে ব্রিজের ছবি নেবার জন্য ডাকবেন তিনি, তাই নাকি ছবি তুললেন।উনি আরও বললেন ব্রিজের ছওনি দেওয়া শেষ হলে কে আর বলতে পারবে পুরনো কাঠ লাগানো হয়েছে নাকি নতুন কাঠ দেওয়া হয়েছে।

উনার দূর্নিতি ক্যামেরা বন্দি করায় পরোক্ষে এদিন সংবাদ মাধ্যমকে এক প্রকার হুমকি দিলেন ঠিকেদার প্রশান্ত।এদিনই প্রথম নয় এর আগেও উনার দূর্নিতির চিত্র ক্যামেরা বন্দি করতে গিয়ে বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের কুমারঘাটের জনৈক সাংবাদিকের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে সাংবাদিককে মারধোর করার অভিযোগ রয়েছে প্রশান্ত সরকারের বিরুদ্ধে।

অর্থের থালা হাতে নিয়ে ঘোরা ঐ ঠিকেদার মোটা অর্থের বিনিময়ে সবকিছু মেনেজ করেন বলে অভিযোগ।যেখানে সেখানে উনি উনার অর্থের থালা খুলে দেন।এই অভিযোগ প্রমানিত হল উনার ব্রিজ সংস্কারের দূর্নিতির মধ্যদিয়ে।দিনে দুপুরেই দেদার পুরনো কাঠ দিয়ে ব্রিজ সংস্কারের কাজ চালাচ্ছেন ঐ গুনধর ঠিকেদার কিন্তু তার বিরুদ্ধে সামনে গিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস বিগত আমলে যেমন কেউ দেখাতে পারেনি তেমনি কোন এক অদৃশ্য শক্তির দরুন বর্তমানেও কেউই সাহস পায়না।এমনকি সংশ্লিষ্ট দপ্তরও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না।

বিগত আমলে নিজেকে বামেদের স্নেহধন্য বলে তুলে ধরে অনেককেই রক্ত চক্ষু দেখাতো ঐ ঠিকেদার।যদিও এর জন্য একাংশ তাবড় তাবড় নেতাদের বিভিন্ন খুরাক পূর্বে অনেক মিটিয়েছেন এবং বর্তমানে আমলের নেতাদেরও মেটাচ্ছেন বলে অভিযোগ শোনাযায় কান পাতলেই।

নিজের অটাল অর্থের দাপট দেখিয়ে এলাকায় দিনের পর দিন প্রভাব খাটিয়ে চলেছেন ফটিকরায়ের ডাকাত রুপি ঠিকেদার প্রশান্ত সরকার। এদিন নিজের দূর্নিতি ঢাকতে ঠিকেদার বাবু সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে যে ধরনের আচরন করলেন তাতে উনার প্রতি ছিঃছিঃ রব তুলেছেন এলাকাবাসীরা। পাশাপাশি উনার কাজের তদন্তের দাবি তুলছেন তারা নাহলে পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসী দুর্নীতিবাজ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনেও নামতে পারেন বলে সূত্রের খবর।দূর্নিতি মুক্ত ত্রিপুরায় দূর্নিতিবাজ ঠিকেদার প্রশান্তের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নেবেকি?প্রশ্ন গোটা ফটিকরায়বাসীর।নাকি বাম আমলের মতো রাম আমলেও দুর্নীতি সংগঠিত করে অর্থ ও দেহ বলের দাপট দেখিয়ে পার পেয়ে যাবে ফটিকরায়ের ঠিকেদার প্রশান্ত সরকার,সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

দলের নিখোঁজ নেতা-কর্মীদের পরিবারের শিশু-কিশোরদের ঈদের উপহার দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০২।। দলের নিখোঁজ নেতা-কর্মীদের পরিবারের শিশু-কিশোরদের ঈদের উপহার দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। কারাবন্দি দলীয় নেত্রীর পক্ষ থেকে রোববার তার গুলশানের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে এই উপহার তুলে দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এই পরিবারগুলোর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফখরুল বলেন,আপনারা কখনোই মনে করবেন না যে আপনারা একা, আপনারা কখনোই মনে করবেন না যে আমরা আপনাদের ভুলে গেছি আমরা সব সময় আপনাদের সাথে আছি এবং লড়াই করছি, সংগ্রাম করছি। দেশের মানুষ লড়াই করছে। ইনশাল্লাহ আমরা জয়ী হবই, আপনাদের এই দুঃখের, এই কষ্টের অবসান হবেই। নিখোঁজ নেতা-কর্মীদের সন্তানরা যাতে ভালোভাবে শিক্ষাগ্রহণ করে, সেজন্য তাদের অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ জানান বিএনপি মহাসচিব। বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন সময়ে 'গুম-খুনে'র শিকার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এদিন ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিএনপি,ওই অনুষ্ঠানেই উপহারের খাম তুলে দেওয়া হয়। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডন থেকে স্কাইপে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হন এবং তিনি পরিবারগুলোর সদস্যদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে নিখোঁজ নেতাদের পরিবারের সদস্য ও শিশুরা আবেগময় বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের প্রিয়জনদের সন্ধান চান।

বিএনপির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুলের পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মওদুদ আহমদ, জমিরউদ্দিন সরকার, মাহবুবুর রহমান, আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সহ সম্পাদক আমিরুজ্জামান শিমুল উপস্থিত ছিলেন।

বাংলার জনগন মুখ্যমন্ত্রীর দাঁত ভেঙে দিয়েছেন : আলুওয়ালিয়া

দুর্গাপুর, ২ জুন (হি.স.): গোটা নির্বাচনকে হাইজ্যাক করে তৃণমূল নিজেদের পক্ষে ভোট করাতে চেয়েছিল। চারদিকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে ভোট দিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বিফল হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলছে মোদীজিকে পাথর ভরা লাড্ডু দেব। লাড্ডু খেতে গিয়ে মোদীজির দাঁত ভাঙবে। কিন্তু নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনগন ওনারই দাঁত ভেঙে দিয়েছেন। রবিবার জয়ের পর দুর্গাপুরে পা দিয়েই তৃণমূল নেত্রীকে কড়া ভাষায় বিঁধলেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি সংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া।

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর রবিবার ট্রেনে বাংলার দুই বিজেপি সংসদ দুর্গাপুরে নামেন। একজন সুভাষ সরকার, অন্যজন সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। এদিন প্রথমে আলুওয়ালিয়া বেনাচিতি গুরুদুয়ারায় যান, তারপর বিধাননগরে দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন। বিকালে বেনাচিতিতে বিজয় মিছিলে যোগ দেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দুর্গাপুরবাসীকে আবারও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,'বর্ধমান-দুর্গাপুর বাসীর কাছে ঋণী হয়ে রইলাম। সর্বাঙ্গিন উন্নয়ন করবো এলাকায়। প্রথম কাজ দুর্গাপুর ব্যারেজের পলি সংস্কার। বালি মাফিয়ারা বালি চুরি করে দামোদরে, কেউ ব্যারেজের পলি সংস্কারের কথা ভাবে না। পলি সংস্কার হলে কৃষির সেচ ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন হবে। তার পরিকল্পনার ওপর কাজ শুরু হয়েছে। ৫০-র দশকে দুর্গাপুর সেরা শিল্পক্ষেত্র ছিল। কিন্তু অনেক কারখানা বন্ধ হয়েছে। দুর্গাপুরের হারোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনব। ' এদিন নির্বাচনের রাজ্যের ফলাফল প্রসঙ্গে বলেন, 'গোটা নির্বাচনকে হাইজ্যাক করে তৃণমূল নিজেদের পক্ষে ভোট করাতে চেয়েছিল। চারদিকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে ভোট দিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ভোট লুট করেছে। তবুও আমি আশাবাদী ছিলাম কত ভোট লুট করবে? অনেক ভোট আছে, সার্টিফিকেট আমিই নেব। আর তাই হয়েছে। বিফল হয়েছে তৃণমূল।' তিনি আরও বলেন,' মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলছে, মোদী-জিকে পাথর ভরা লাড্ডু দেব। লাড্ডু খেতে গিয়ে মোদীজির দাঁত ভাঙবে। কিন্তু নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার জনগন ওনারই দাঁত ভেঙে দিয়েছেন।''

ছয়ের পাতায় দেখুন

এনডিএ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ভবিষ্যতেও যোগ দেবে না জেডি(ইউ), দাবি কে সি ত্যাগী

হায়দরাবাদ, ২ জুন (হি.স.) : কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের মন্ত্রিসভায় ভবিষ্যতেও যোগ দেবে না জেডি(ইউ)। রবিবার এমনই জানালেন দলের সাধারণ সম্পাদক এবং মুখপাত্র কে সি ত্যাগী। লোকসভা নির্বাচনে জিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠনের সময় জোটশরিক জেডি(ইউ) জন্য কেবল মাত্র একটি আসন বরাদ্দ করে বিজেপি। এনডিএ জোটের বড় শরিকের এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন নীতিশ কুমার। মন্ত্রিসভায় যোগ না দিলেও এনডিএ জোটকে যে তিনি সমর্থন করে যাবেন, তা স্পষ্ট করে দেন। বিজেপির এই আচরণে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে এদিন কে সি ত্যাগী বলেন, যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই ভবিষ্যতে জেডি(ইউ) এনডিএ-র মন্ত্রিসভায় যোগদান করবে না। মন্ত্রিসভা যোগ দানের ক্ষেত্রে এটাই যে জেডি(ইউ) শেষ সিদ্ধান্ত তা স্পষ্ট করে দেন তিনি।

অন্যদিকে, বিহারে আজ মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করেন নীতিশ কুমার। আট নতুন মন্ত্রী শপথ নেন। নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের প্রত্যেকেই জেডি(ইউ)-র। কোনও বিজেপি নেতা না থাকার কারণ ব্যক্ত করতে গিয়ে নীতিশ কুমার বলেন, জেডি(ইউ)-র যতজন মন্ত্রী শপথ নেওয়ার কথা ছিল এদিন তারাই শপথ নিয়েছে। সব কিছু ঠিক রয়েছে।

উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে গ্রেফতার পাঁচ দুষ্কৃতি

গাজিয়াবাদ, ২ জুন (হি.স.) : দুষ্কৃতি দমনে বড়সড় সাফল্য। উত্তরপ্রদেশের বাঘপথ জেলায় গ্রেফতার পাঁচ দুষ্কৃতি। ধৃতদের থেকে ৩০০ ব্যাগ চুরি করা সিমেন্ট উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দুইটি দেশি পিস্তল এবং তিনটি গুলি।

গত বৃহস্পতিবার রাতে সিমেন্ট বোঝাই একটি ট্রাক বুলন্দশহর থেকে নয়ডার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ওই ট্রাকটির উপর চড়াও হয় এই পাঁচ দুষ্কৃতি। ট্রাকটির চালক রতন সিং যাদবকে খুন করে ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকটি নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতিরা। এই ঘটনার তদন্ত করতে নেমে ওই পাঁচ দুষ্কৃতির হদিশ পায় পুলিশ। সেই মতো শনিবার রাতে সুরানা গ্রামের বাইপাস রোডে থেকে মুরাদ নগর থানায় পুলিশ ওই পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের থেকে দুইটি দেশি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জেরায় মুনত্রিম, সোমেন, কালে, নবি, আহমেদ নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। জেরায় তারা আরও জানায় বাঘপথ এবং মেরঠে সিমেন্ট বিক্রি করতে গিয়েছিল।

তিলোত্তমাকে ধুমপান মুক্ত করার অঙ্গীকারে পদযাত্রা

কলকাতা,২ জুন (হি.স.):তিলোত্তমা হয়ে উঠুক ধুমপান মুক্ত।আর তিলোত্তমা যাতে ধুমপান মুক্ত হয়ে ওঠে সেই দাবি নিয়ে এবার পথে নামল 'স্মোক ফ্রি পুজো কমিটি'।গত শুক্রবার তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে আজ রবিবার দেশপ্রিয় পার্ক থেকে 'স্মোক ফ্রি পুজো কমিটি'-র এই পদযাত্রা।আমরা যে শহরে থাকি সেই শহরকে সুস্থ্য রাখার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের শহর কলকাতা কে তামাক মুক্ত শহর গড়ার দায়িত্বও আমাদের।তাই রবিবার একসাথে পায়ে পা মেলালেন বহু মানুষ। নিজেদের শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের তিলোত্তমাকে তামাক মুক্ত করার অঙ্গীকারে ছুটির রবিবারের একসাথে পা মেলালেন বহু পথ চলতী মানুষও।দেশপ্রিয় পার্ক থেকে গাড়িয়াহাট, গোলপার্ক, পূর্নাদাস রোড এবং হিন্দুস্থান পার্ক হয়ে পথচলা শেষ হয় দেশপ্রিয় পার্কে।'স্মোক ফ্রি পুজো কমিটি' গত তিন বছর ধরে এই তামাক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে এই পদযাত্রা করে চলেছে।তামাক বিরোধী দিবস চলে গেলেও তিলোত্তমাকে ধুমপান মুক্ত করার দাবি নিয়ে দুইদিন বাদে পদযাত্রার কারন জানতে চাইলে 'স্মোক ফ্রি পুজো কমিটি'-র প্রধান উদ্যোক্তা প্রদীপ্ত সাহার কথায়, 'আমাদের শহরতলীকে ধুমপানের ধোয়ার হাত থেকে রক্ষার দায়িত্ব আমাদের শহরবাসীরউ যদিও দু-দিন আগে এই দিনটা চলে গেছে ঠিকই উ তবে,আমার মনে হয় রবিবার বেশিরভাগ মানুষের ছুটি থাকে উতাই সময় বের করে আজকের ছুটির দিনটাই পদযাত্রার আয়োজন করলাম।

১৪ জুন প্রকাশিত হবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল

কলকাতা,২ জুন (হি.স): আগামী ১৪ জুন প্রকাশিত হবে ফলাফল ২০১৯ এর জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডভান্স পরীক্ষার ফলাফল। রবিবার, জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের ওয়েবসাইটে এই তথ্য জানানো হয়। ২০১৯ এর জয়েন্ট এন্ট্রান্স অ্যাডভান্স পরীক্ষায় প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজারেরও বেশি ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। সর্ব ভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স (অ্যাডভান্স) পরীক্ষা নেওয়া হয় ২৭ মে। আইআইটির তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালে উত্তীর্ণ হয়েছিল প্রায় ৩৬ হাজার ৫০০ জন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।